NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন
EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ কেনিয়ায় সরকারবিরোধী আন্দোলনে গুলিতে মৃত ১১

নাবালিকা ধর্ষণে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৫

কলকাতা ৯ জুলাই ২০২৫ ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.07.2025, Vol.19, Issue No. 30, 8 Pages, Price 3.00

ইডির জালে ভুয়ো অর্থ লগ্নি সংস্থার ডিরেক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের লগ্নি সংগ্রহের অভিযোগে এলএফএস ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডিরেক্টর সইয়াদ জিয়াজুর রহমানকে গ্রেপ্তার করল ইডি। গত ৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে তাঁকে আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে কলকাতার ইডি জোনাল অফিস থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন সংস্থা ও ফার্মের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে উচ্চ মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে লগ্নি সংগ্রহ করেছিলেন। এর আগে আদালতের জারি করা প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে সইয়াদ জিয়াজুর রহমানকে মহানগর দায়রা আদালতের মাননীয় মুখ্য বিচারকের এজলাসে পেশ করা হয়। আদালত তাঁকে ১৪ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত ইডি-র হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনায় বড়সড় অর্থনৈতিক দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে ইডি। সংগৃহীত লগ্নি কোথায় বিনিয়োগ করা হয়েছে, তাতে আর কোনো আর্থিক বেআইনি লেনদেন জড়িয়ে আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একাধিক সংস্থা ও ফার্মের আড়ালে সাধারণ মানুষকে চটকদার মুনাফার লোভ দেখিয়ে লগ্নি করাতে প্রলুব্ধ করতেন। এইভাবে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বড় অঙ্কের টাকা তুলে নেওয়া হয়, যার যথাযথ ব্যাখ্যা নেই।

এর আগে আদালতের জারি করা প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে সইয়াদ জিয়াজুর রহমানকে কলকাতার মহানগর দায়রা আদালতের মুখ্য বিচারকের এজলাসে পেশ করা হয়। শুনানি শেষে বিচারক নির্দেশ দেন, তাঁকে আগামী ১৪ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত ইডি-র হেপাজতে রাখা হবে।

ইতিমধ্যেই ইডি ওই সংস্থার বিভিন্ন নথি ও আর্থিক লেনদেনের রেকর্ড খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। সংগৃহীত লগ্নির টাকা কোথায় বিনিয়োগ করা হয়েছিল, তাতে অন্য কোনও বেআইনি আর্থিক লেনদেন জড়িয়ে আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইডির ধারণা, এর পেছনে আরও বড় প্রতারণা চক্র সক্রিয় থাকতে পারে।

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতার রাস্তায় মাছ ধরার আনন্দ। ছবি: অদিতি সাহা

বর্ষণের দোসর ডিভিসির জল
বিপর্যস্ত দক্ষিণে প্লাবনের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিম্নচাপ আর মৌসুমী অক্ষরেখার যুগলবন্দিতে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দক্ষিণবঙ্গ। সোমবার রাত থেকে তুমুল দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জেরে কার্যত জলমগ্ন কলকাতা। রাস্তায় রাস্তায় জল জমে নাকাল শহরবাসী। ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপের সাঁড়াশি আক্রমণেই মঙ্গলবারও এক নাগাড়ে বৃষ্টি চলে দিনভর। এদিকে,নতুন করে ডিভিসির জল ছাড়ায় ফের প্লাবনের ছায়া ঘনিয়েছে একাধিক জেলায়। সোমবার মধ্যরাত থেকে টানা বৃষ্টির জেরে ইতিমধ্যেই দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ৪৬ হাজার কিউসেক জল ছাড়া শুরু করেছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)। মাইথন ও পাঞ্চেত থেকেও ছাড়া হচ্ছে আরও ৪০ হাজার কিউসেক জল।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, সোমবার বিকেলের পর থেকে যতটা বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল, তার থেকে বেশিই বৃষ্টি হয়েছে। নিম্নচাপ আপাতত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর রয়েছে। সঙ্গে সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা। এটা সাধারণত বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগর থেকে রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। সেই অক্ষরেখা এখন দক্ষিণবঙ্গের ওপর দিয়ে বিস্তৃত। তাই নিম্নচাপ সঙ্গে মৌসুমী অক্ষেরেখা-দুটো এখন ভয়ঙ্করভাবে সক্রিয়।

উপগ্রহ চিত্র বলছে, এখনও বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাংলায়। তবে স্বস্তির খবর হল, আবহাওয়ার সর্বশেষ পূর্বাভাস বলছে ধীরগতিতে নিম্নচাপ সরছে ঝাড়খণ্ডের দিকে। বুধবারের মধ্যে নিম্নচাপ সরবে ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর ছত্তিশগড় এলাকায়। এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, নিম্নচাপকে শক্তি যোগাচ্ছে ট্রপিক্যাল ইস্টার্লি জেট। একইসঙ্গে মৌসুমী অক্ষরেখা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের নিম্নচাপ এলাকা দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বুধবার থেকে কমবে বৃষ্টি। তবে পশ্চিমের চার জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে বিক্ষিপ্তভাবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে এই জেলাগুলিতে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে এও জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় বাংলা এবং ওড়িশা উপকূলের সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ৫৫ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে। এর কারণে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

এদিকে এই এক নাগাড়ে বৃষ্টি চিন্তা বাড়াচ্ছে পশ্চিমাঞ্চলের এলাকাগুলো নিয়ে। পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলি যেমন ডুলুং, শিলাবতী, ফুঁসছে, বৃষ্টি আরও একটু বেশি হলে প্লাবন নিশ্চিত। তবে আবহাওয়া দপ্তর বলছে, নিম্নচাপ ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড়ের দিকে এগোনোর আগেই ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বাংলাকে। ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হবে, সেক্ষেত্রে ডিভিসির জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বাড়বে। ইতিমধ্যেই ৪০ হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়ছে ডিভিসি, পরিমাণটা বাড়লে, নিশ্চিতভাবে বিপদ বাড়বে। আরও বৃষ্টি হলে জল ছাড়বে পাঞ্চেতও। ফলে চিন্তা বাড়ছে দামোদর-মুণ্ডেশ্বরী তীরবর্তী এলাকাগুলোকে নিয়ে।

প্রতিবারই অতিবৃষ্টির সময়ে ডিভিসির জল ছাড়ায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাকে প্লাবিত করেছে। ভেসে গিয়েছে বিস্তীর্ণ জনপদ, নষ্ট হয়েছে চাষবাস। হাওড়া ও হুগলির বহু অংশ জলমগ্ন হয়েছে ডিভিসির অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে। এবারও সেই আশঙ্কা আবার জেগে উঠেছে।

গঙ্গায় পূর্ণ জোয়ারের জন্য এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা ৩০ পর্যন্ত কলকাতার সমস্ত লকগেট বন্ধ রাখা হয়। ফলে শহরের নিচু এলাকাগুলি থেকে জল নামে দেরিতে, ট্রাফিক চলে ধীর গতিতে।

সব মিলিয়ে, বৃষ্টি, নিম্নচাপ, জোয়ার আর ডিভিসির জল ছাড়া মিলিয়ে ফের চাপে দক্ষিণবঙ্গ। জলতলে ভেসে বেড়াচ্ছে ‘প্লাবনের’ আতঙ্ক।

জেল হেপাজতে মনোজিৎ মিশ্ররা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা ল কলেজ গণধর্ষণকাণ্ডে মনোজিৎ মিশ্র-সহ তিন অভিযুক্তকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। আগামী ২২ জুলাই পর্যন্ত জেলেই রাত কাটবে মনজিতদের।

কসবা আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র ও দুই ছাত্র-সহ মোট চারজনকে মঙ্গলবার ফের আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। তবে এদিন তিন ছাত্রের পক্ষের আইনজীবীরা কোনও জামিনের আবেদন করেননি। শুধু ধৃত নিরাপত্তারক্ষীর আইনজীবী তাঁর জামিনের আর্জি জানান। সূত্রে খবর, কসবা গণধর্ষণ-কাণ্ডের চারজন অভিযুক্তকে মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে পেশ করে পুলিশ। তাঁদের আবারও হেপাজতে নিতে চান তদন্তকারীরা। সেই আবেদন করা হয় আদালতে। পাশাপাশি আদালতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রমাণও পেশ করা হয় কলকাতা পুলিশের তরফে। বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স, মনোজিৎ মিশ্রদের সিজ করা মোবাইল ফোন পাঠানো হয়েছে ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবে। সেই রিপোর্টের অপেক্ষায় লালবাজার। আপাতত চারজনকে

২২ জুলাই পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে।

ঘটনার সূত্রপাত ২৫ জুন, কসবার একটি আইন কলেজের ছাত্রী অভিযোগ করেন, কলেজ ক্যাম্পাসেই তাঁকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। ২৬ জুন কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের হলে মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন ছাত্র মনোজিৎ ও দুই বর্তমান ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে গ্রেপ্তার করা হয় নিরাপত্তারক্ষীকেও। এতদিন তারা পুলিশের হেপাজতেই ছিল।

রায়কে চ্যালেঞ্জ, ডিভিশনে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য যে রায় দিয়েছেন, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়েরের আবেদন জানাল রাজ্য এবং এসএসসি। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে বিচারপতি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার এই আবেদনের শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশও।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের নয়া বিজ্ঞপ্তি নিয়ে ফের হাইকোর্টে যোগ্য প্রার্থীরা। চিহ্নিত ‘অযোগ্য’রা স্কুল সার্ভিস কমিশনের নয়া পরীক্ষায় বসতে পারবেন না, সোমবার এমনটা রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তবে এসএসসি-র নয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আরও কয়েকটি বিধি নিয়ে আপত্তি রয়েছে মামলাকারীদের। আর এখানেই মামলাকারীদের অভিযোগ, এই সব অভিযোগ শোনেননি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আর সেই কারণেই মঙ্গলবার বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ

এসএসসি নিয়োগ

করেন মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম।

প্রসঙ্গত, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশে জানিয়েছেন, ‘দাগি’ বলে চিহ্নিতরা স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। পাশাপাশি তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন, সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের পরেও এসএসসি কেন অযোগ্যদের নতুন পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হল তা নিয়ে। এক্ষেত্রে এসএসসি’র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি।

শ্রম-ধর্মঘট

■ নতুন শ্রম কোড বাতিল, মূল্যবৃদ্ধি ও চুক্তিভিত্তিক কাজের বিরোধিতায় আজ রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি। সিআইটিইউ, এআইটিইউসি-সহ কেন্দ্রীয় ১০টি ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থনে এই সাধারণ ধর্মঘটে ব্যাঙ্ক, রেল, পরিবহণ ও ডাক বিভাগে প্রভাব পড়তে পারে। বিভিন্ন জেলায় রোড শো ও প্রচারে ইতিমধ্যেই সক্রিয় বাম নেতৃত্ব। রাজ্য ডজানিয়েছে, কর্মীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক, অনুপস্থিতি বা দেরিতে এলে বেতন কাটা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা জানানো হয়েছে।

মুখোমুখি

■ পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার পর প্রথমবার মুখোমুখি হতে চলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। আগামী ১০ জুলাই, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা থেকে ৪.৪৫-এর মধ্যে মমতা ও ওমর আবদুল্লার মধ্যে বৈঠক নির্ধারিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নবান্নে। বর্তমান প্রেক্ষিতে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই সাক্ষাৎ -এর রাজনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তোপ কেন্দ্রের

■ মোদী সরকারের নির্দেশেই ভারতে রয়টার্সের এক্স হ্যান্ডল বন্ধ করা হয়েছে। মঙ্গলবার কেন্দ্রের দাবি উড়িয়ে এমনটাই জানিয়েছিল এলন মাস্কের সংস্থা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পালটা দিল নয়াদিল্লি। কেন্দ্রের এক মুখপাত্র বলেন, ‘ভারতের তরফে এরকম কোনও নির্দেশই দেওয়া হয়নি। শুধু রয়টার্স কেন, আন্তর্জাতিক কোনও সংবাদমাধ্যমেরই এক্স হ্যান্ডল বন্ধ করার ইচ্ছা নয়াদিল্লির নেই। রবিবার যখন দেখা যায় ভারতে রয়টার্সের এক্স হ্যান্ডল খুলছে না, তখনই মাস্কের সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।’

দিলীপের চমক

■ শত জল্পনার মাঝেই মঙ্গলবার সল্টলেকের রাজ্য বিজেপি দপ্তরে হাজির হয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সাক্ষাৎ সারেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে। দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে দিলীপ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, ‘দিলীপ ঘোষের দাম আছে, দাম থাকবে। যাঁদের দাম থাকে তাঁদের নিয়েই জল্পনা হয়। যাঁদের দাম নেই তারা রাস্তায় গড়াগড়ি খায়। শমীকের নেতৃত্বেই আমরা কাজ করব।’ বিজেপির অন্দরমহলেও এই সাক্ষাৎ ঘিরে জল্পনার জন্ম নিয়েছে।

‘ভাইপো গ্যাং’য়ের তালিকা প্রকাশ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার দুপুরে ‘ভাইপো গ্যাং’-এর ৫০ জনের তালিকা প্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যা কার্যত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ক্যাম্পাস দখলদারদের মুখোশ উন্মোচন বলেই দাবি তাঁর। তালিকাভুক্ত প্রত্যেকের ছবি-সহ পরিচয় প্রকাশ করে শুভেন্দুর অভিযোগ, এরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব চালায়। গাঁটের কড়ি না দিয়েও চাকরি পায়, সাধারণ পড়ুয়াদের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করে, আর রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বেআইনি নিয়োগে যুক্ত।

শুভেন্দু বলেন, ‘এরা কেউ একা নয়। এরা ভাইপোর আশীর্বাদধন্য ক্যাডার। আজ ৫০ জন দিলাম, প্রয়োজনে ৫০০ বা ১০০০ জনের নাম-ছবিও তুলে দেব।’ তাঁর দাবি, রাজ্যের নানা কলেজে এদের দখলদারি চলছে। এই তালিকা মূলত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সতর্ক করার জন্য, যাতে তাঁরা জানেন কারা ক্যাম্পাসে ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করছে। তিনি বলেন, কলেজে ছাত্র সংসদের কার্যালয়গুলি রাত পর্যন্ত খোলা থাকে, এমনকি শনি-রবিবারও বন্ধ থাকে না। অভিযোগ, ওই কার্যালয়গুলিতে নিয়মিত মদ ও গাঁজার আসর বসে, এবং মেয়েদের উপর ‘ইচ্ছেমতো’ আচরণ করা হয়।

বঙ্গ বাসিন্দাকে অসমের নোটিস, অগ্নিশর্মা মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অসম থেকে আসা বাংলার বাসিন্দাকে এনআরসি নোটিস দেওয়ার ঘটনায় ফুঁসে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সকালে এক্স হ্যান্ডল পোস্টে তিনি বিষয়টি উল্লেখ করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কার্যত তুলোধোনা করেছেন। এই নোটিস আসলে বাংলার মানুষের পরিচয় মুছে ফেলার অপচেষ্টা বলে উল্লেখ করে তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, ভারতবর্ষের সাংবিধানিক কাঠামোকে ধ্বংস করা হলে, বাংলা চুপ করে থাকবে না। এর বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে একজোট হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অসমের ফরেনার্স ট্রাইবুনাল থেকে কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে এনআরসি নোটিস পাঠানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রবল প্রতিক্রিয়া জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কটাক্ষ, “৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা বাস করা এক রাজবংশী নাগরিককে ‘বিদেশি’ বলা আমাদের গণতন্ত্রের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ ছাড়া কিছু নয়।”

উল্লেখ্য, উত্তম কুমার ব্রজবাসী, যিনি দিনহাটার স্থায়ী বাসিন্দা এবং দীর্ঘদিন ধরে নানা সরকারি পরিচয়পত্র বহন করছেন, তাঁকে অসমের ফরেনার্স ট্রাইবুনাল ‘বিদেশি’ বা ‘অবৈধ অনুপ্রবেশকারী’ সন্দেহে নোটিস পাঠিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এই ঘটনা প্রমাণ করে অসমের বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে; যেখানে তাদের কোনও সাংবিধানিক ক্ষমতা নেই।

মমতা বলেন, ‘এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত। বিজেপি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ভয় দেখিয়ে ভোটাধিকার কেড়ে নিতে এবং বাংলার মানুষের পরিচয় মুছে দিতে চাইছে। এই অসাংবিধানিক আগ্রাসন জনবিরোধী।’ তিনি আরও জানান, এই পরিস্থিতিতে সমস্ত বিরোধী দলগুলিকে একজোট হয়ে বিজেপির বিভাজনমূলক এবং দমনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘ভারতের সংবিধানকে যারা ছিঁড়ে ফেলতে চায়, তাদের বাংলার মানুষ চুপ করে দেখতে বসে থাকবে না।’

মহিলা ভোট টানতে নতুন চাল নীতীশের

সরকারি চাকরিতে ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণ

পাটনা, ৮ জুলাই: ভোটমুখী বিহারে বিরোধী শিবিরকে টক্কর দিতে বড় চমক মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, রাজ্যে নারী ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে বিহারে সমস্ত সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করা হবে সরকারের তরফে। মঙ্গলবার এমনটাই জানান সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। নীতীশ বলেন, ‘মহিলা চাকরিপ্রার্থী, যাঁরা বিহারের আসল বাসিন্দা, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকারের সমস্ত ধরনের পদে বিশেষ ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে।’ পরে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে নীতীশ জানান, বিহারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরও বেশি মহিলাকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতেই এই পদক্ষেপ করতে চলেছে বিহার সরকার।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এক্স হ্যান্ডলে এই বিষয়ে বার্তা দেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। যেখানে তিনি জানান, ‘রাজ্যের সমস্ত সরকারি চাকরির সমস্ত বিভাগে মহিলাদের জন্য ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আমাদের এই সিদ্ধান্তের একটাই লক্ষ্য রাজ্যের সমস্ত বিভাগের সরকারি চাকরিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো। আরও বেশি সংখ্যক মহিলা যাতে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে বিহারের শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসনিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ পালন করেন সেটাই আমাদের লক্ষ্য।’

মঙ্গলবার মহিলাদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগে পাটনায় মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগ দেন নীতীশ। ওই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর পড়ে। ওই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বিহারের যুবসমাজের জন্য নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করতে বিহার যুব কমিশন

গঠন করা হবে। বিহারের যুবসমাজকে চাকরির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ করবে এই কমিশন। তা ছাড়া যুবসমাজের শিক্ষা, চাকরিবাকরির বিষয়টি দেখভাল করার পাশাপাশি তাদের উন্নতির বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেবেন কমিশনের সদস্যেরা।

সপ্তাহদুয়েক আগেই বিহারে বিধবা এবং বয়স্কদের পেনশন বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছিলেন নীতীশ। এত দিন বিহারে বয়স্ক নাগরিক, বিধবা মহিলা এবং বিশেষ ভাবে সক্ষম নাগরিকেরা সামাজিক নিরাপত্তা পেনশন প্রকল্পের অধীনে মাসে ৪০০ টাকা করে পেতেন। সম্প্রতি তা বাড়িয়ে ১১০০ টাকা করা হয়। অর্থাৎ, এক লপ্তে ৭০০ টাকা ভাতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। নীতীশ জানান, জুলাই মাস থেকেই এই বর্ধিত হারে ভাতা পাবেন বিহারের মানুষ।

মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেও আদতে মহিলা ভোট টানতে নীতীশ কৌশলী চাল চাললেন বলে মনে করা হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের কথা মাথায় রেখেও বড় পদক্ষেপ করা হয়েছে সরকারের তরফে। এক্স হ্যান্ডলে সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, বিহারের যুবকদের আরও বেশি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষ করে তুলতে সরকার বিহার যুব কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রিসভার তরফে এই প্রকল্পের অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে।’ মুখ্যমন্ত্রীর তরফে জানানো হয়েছে, এই কমিশনে একজন চেয়ারপার্সন ও ৭ জন সদস্য থাকবেন। যাঁদের বয়স হবে ৪৫-এর কম। রাজ্যের বেসরকারি খাতে স্থানীয়দের অগ্রাধিকারের বিষয়টি নজরে রাখবে এই কমিশন। একইসঙ্গে রাজ্যের বাইরে বিহারের ছাত্র এবং শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করবে।

ছাব্বিশেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাই বাই, তির অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ‘বাম জমানায় তৃণমূলকে ভয় পাইনি। তৃণমূল জমানায়ও পুলিশকে ভয় পাব না। তাছাড়া তৃণমূল জমানা আর তো বেশিদিন নেই। ছাব্বিশেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাই বাই।’ ব্যারাকপুরজুড়ে তৃণমূলের সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির তরফে সোমবার রাতে ব্যারাকপুর আনন্দপুরীতে আয়োজিত পথসভায় হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং।

তাঁর অভিযোগ, ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা বলে কিছুই নেই। এখানকার চিকিৎসকরা নার্সিং হোমগুলোতে গিয়ে চিকিৎসা করেন। জরুরি পরিষেবা পেতে আসা রোগীদের বিএন বসু হাসপাতাল থেকে কলকাতার আরজি কর কিংবা এনআরএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, সারদা চিটফান্ড থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যীয়। একটা সময় কুণাল ঘোষ নিজেই বলেছিলেন, সারদা চিটফান্ড থেকে যদি কেউ সবচেয়ে বেশি লাভবান হন, তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাত চরমে বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচির। এমনকি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে কৌস্তভের বিরুদ্ধে থানায় পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতার বক্তব্য, কৌস্তভ যেই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সেটা আসলে একটা দুর্নীতিগ্রস্ত নার্সিংহোম। যেখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড চলে না।

এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সারা বাংলায় বার আর রেস্টুরেন্ট গজিয়ে উঠেছে। ওই বারগুলো থেকে শুধু মদ বিক্রি হয়। ওখান থেকে মহিলা পাচারও হয়ে থাকে। উক্ত পথসভায় এদিন হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর মিলনকৃষ্ণ আশ, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, কৌস্তভ বাগচি, আবিষ্কার ভট্টাচার্য প্রমুখ।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন ঘোলা থানা, খড়দার বলরাম হাসপাতালের লিফট বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত বঙ্গবাসী। জল-যন্ত্রণার ছবি কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র। নিম্নচাপের কারণে একনাগাড়ে বৃষ্টিতে জলমগ্ন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনস্থ ঘোলা থানাও। থানার ভেতরে জমা জলে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডিউটি করছেন পুলিশকর্মীরা। প্যান্ট গুটিয়ে, গামবুট পরে ডিউটি করতে হয় তাঁদের। এমনকি থানায় আসা মানুষজনকেও সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

অভিযোগ, বহু বছর ধরেই ঘোলা থানার একই অবস্থা। অল্প বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে এই থানা। যদিও এই বিষয়ে পুলিশকর্মীরা মুখ খুলতে নারাজ। অপরদিকে টানা বৃষ্টিতে খড়দার বলরাম সেবামন্দির স্টেট জেনারেল হাসপাতালও জলমগ্ন। জমা জল পেরিয়েই আসেন রোগীরা আত্মীয়-পরিজনরা। হাসপাতালে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায়, সেই জল লিফটেও ঢুকে গিয়েছে। জমা জলে বন্ধ থাকে লিফট। পাম্প

বসিয়ে লিফটের মধ্যে জমে থাকা জল অপসারণ করা হয়। স্থানীয় কাউন্সিলর স্বরাজ দাস হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে জানান, টানা বৃষ্টিতে বলরাম সেবামন্দির হাসপাতালে জল জমেছে। এমনকি লিফটের মধ্যেও জল জমেছে। লিফট বন্ধ রয়েছে। পাম্প বসিয়ে সেই জল অপসারণ করা হচ্ছে।

নন্দীগ্রামে তুলসি গাছ কাটার চেষ্টায় উত্তেজনা, সংহতির বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের আশাদতলা এলাকায় মহরমের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ‘মহরমের তাজিয়া নিয়ে একটি শোভাযাত্রা এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার গাছের ডাল কেটে পথ পরিষ্কার করা হচ্ছিল, যাতে তাজিয়ার কোনও ক্ষতি না-হয়। এই পর্যন্ত কোনও আপত্তি ছিল না স্থানীয় বাসিন্দাদের। কিন্তু সমস্যা শুরু হয়, যখন শোভাযাত্রার সঙ্গে থাকা একদল ব্যক্তি রাস্তার পাশে থাকা একটি পবিত্র তুলসি গাছ কাটতে উদ্যত হন।’ শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, সেই তুলসি গাছটি তাজিয়ার গতিপথে বাধা ছিল না এবং গ্রামবাসীরা স্পষ্ট ভাবে এর বিরোধিতা করেন। কারণ, তুলসি গাছ কারও কারও কাছে মা রূপে পূজিত এবং ধর্মীয় ভাবে অত্যন্ত পবিত্র। গ্রামবাসীদের বাধা উপেক্ষা করে পুনরায় সেই গাছ কাটার চেষ্টা হলে সংঘবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়ান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতেই পুলিশ প্রশাসন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে, আলো নিভিয়ে, মাইক ও সাউন্ড বন্ধ করে শোভাযাত্রাকে চুপচাপ এলাকা পার করিয়ে দেয়।

বিল্ডিং প্ল্যানে বেনিয়মের অভিযোগ বন্দিপুর পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ বন্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে এবার বেনিয়মের অভিযোগ উঠল।

অভিযোগ, বন্দিপুর পঞ্চায়েতের আহমেদনগরে অবৈধভাবে গড়ে উঠছে তিনতলা বিল্ডিং। যদিও তিনতলা বিল্ডিং তৈরির প্ল্যান অনুমোদনের এক্তিয়ার নেই পঞ্চায়েতের। তিনতল বিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের অনুমোদন দিতে পারে জেলা পরিষদ। তথাপি কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে আহমেদনগরে তিনতলা বিল্ডিং নির্মাণের প্ল্যান পাশ করেছে বন্দিপুর পঞ্চায়েত। আর সেই প্ল্যান পাশ হতেই জোরকদমে শুরু হয়েছে তিনতলা বিল্ডিং নির্মাণের কাজ।

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে বন্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান প্রসেনজিৎ সাহা বলেন, বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি তোলা হবে।

বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্যারাকপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন, পঞ্চায়েত যদি তিনতলা বিল্ডিং নির্মাণের প্ল্যান দিয়ে থাকে, তা হলে খুব ভুল কাজ করেছে। তাঁর সাফাই, অনেক সময় অভিজ্ঞতার অভাবে এই ধরনের ভুলভ্রান্তি হচ্ছে। আর যাঁরা এভাবে সুযোগ নিচ্ছেন, তাঁরাও কিন্তু ভুল করছেন।

খড়দা কেন্দ্রের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিষয়টি তিনি শুনেছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এই বিষয়ে তাঁকে নথি দিয়ে জানাবেন। নথি হাতে পাওয়ার পর তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

রাতভর বৃষ্টিতে হাঁটু জলে হাওড়া-বালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আন্ডারপাসে জল, বন্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিপাকে যাত্রীরা। নিম্নচাপের প্রভাবে সারা রাত ধরে একটানা বৃষ্টি। ফলে হাওড়া ও বালির একাধিক নিচু এলাকা কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বালি ও বেলুড় স্টেশনের আন্ডারপাসে জমেছে কোমর সমান জল। রাস্তাঘাট ডুবে গিয়েছে, কোথাও হাঁটু সমান, কোথাও বা

কোমর সমান জলে নাকাল জনজীবন। শুধু রাস্তাঘাট নয়, অনেকের বাড়ির ভেতরেও ঢুকে পড়েছে জল। যাতায়াতে সমস্যায় পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। ভেঙে ভেঙে জল পেরিয়ে অফিস কিংবা বাজারের দিকে যেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক অবস্থা দেখা গিয়েছে বালি ও বেলুড় স্টেশনের সংযোগস্থলে। আন্ডারপাসে জল জমায় কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দু’পারের যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেককেই রেললাইন পেরিয়ে যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া লাগাতার বৃষ্টির ফলে হাওড়া শহরের বিভিন্ন নিচু এলাকাও ডুবে গিয়েছে জলে। সকালবেলা অফিসযাত্রী ও বাজার করতে বেরনো মানুষজনকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে। হাওড়া কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জল বার করার জন্য কিছু এলাকায় পাম্প বসানো হয়েছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কতটা সময় লাগবে, তা নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি থাকায় আপাতত জনজীবনে স্বস্তি ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পুজোর পর বিজনেস কনক্লেভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিল্পে বিনিয়োগ বাড়িয়ে রাজস্ব আয়ের নতুন দিগন্তে পা রাখতে চাইছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে ইস্পাত, জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি, তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটন, চর্ম ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার নবান্নে শিল্পভিত্তিক ‘সিনার্জি কমিটি’র বৈঠক শেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র জানান, ইতিমধ্যেই এই কমিটি ৩,০৬৯টি শিল্প সংক্রান্ত বিনিয়োগ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও উপস্থিত ছিলেন। অমিতবাবুর কথায়, ‘রাজ্যে জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি শিল্প থেকে উৎপাদিত সামগ্রী রপ্তানি করে ইতিমধ্যেই ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব আয় হয়েছে।’ তিনি আরও জানান, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প থেকে এসেছে ৪২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আয়। বস্ত্র শিল্পেও নজর কাড়া সাফল্যের দাবি করেন তিনি, ১৮১ মিলিয়ন কেজি ফেব্রিক তৈরি হয়েছে রাজ্যে। স্কুল ইউনিফর্ম তৈরির কাজেও গতি মিলেছে। রাজ্যে পাঁচ কোটির বেশি মিটার ফেব্রিক ব্যবহার করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পোশাক তৈরি হয়েছে, যার সিংহভাগই তৈরি করেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। তাঁদের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে ৬ কোটি কর্মদিবস। পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে চর্ম শিল্প ও পর্যটনকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান অমিত মিত্র। পুজোর পরেই রাজ্যে আয়োজিত হবে বড় ব্যবসায়িক সম্মেলন, বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ। শিল্পে বিনিয়োগ টানতে এই কনক্লেভকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে দেখছে নবান্ন।

মহামিলন মঠে গুরুপূর্ণিমা ও মহাযজ্ঞানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণেশ্বরের নিকট মহামিলন মঠে মহাসমারোহে গুরুপূর্ণিমা পালিত হবে বৃহস্পতিবার। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী সংকীর্তন, নগর সংকীর্তন, ধর্মসভা, দীক্ষাদান, সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মহাপ্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত থাকবেন কিঙ্কর রামানুজ মহারাজ, পল্লব গুপ্ত প্রমুখ। এদিন

থেকে মঠে শুরু হচ্ছে চারমাসব্যাপী মহাযজ্ঞানুষ্ঠান। আশ্রমের তরফে উত্তম দাস জানিয়েছেন, এই অনুষ্ঠান কার্তিক পূর্ণিমায় সমাপ্ত হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৫ নং এফিডেভিট বলে Abhijit Roy S/o. Harekrishna Roy ও Abhijit Ray S/o. H. Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৮৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sujan Kumar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Haru Das ও P. K. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৭৩৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sourav Ghosh (old name) S/o. Samar Kumar Ghosh R/o. Silbagan, Satyapirtala, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sourabh Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sourav Ghosh & Sourabh Ghosh S/o. Samar Kumar Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Binod Rout, S/o Saligram Rout, D.O.B 01/07/1980, R/o-C/O: Bhakta Saha, Milangar (Dhanmath) PO: Natagarh, Kol-700113, have changed my name, DOB & Address to Binay Routh S/o Shaligram Routh, D.O.B 01/07/1985, R/O Gram-Dhodha, Dhamaul, Nawada, Bihar-805101 and this has been rectified vide 1st class magistrate affidavit at on dated 26-06-2025

নাম-পদবী

আমি আব্দুল রহমান সেখ ৮/৭/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমি আব্দুল রহমান সেখ ও আব্দুল রহমান উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম আব্দুল রহমান সেখ। হাটগাছা কালীগঞ্জ, নদীয়া।

CHANGE OF NAME

We, Debabrata Sarkar S/o Suresh Chandra Sarkar and Sharmi Ghosh W/o Debabrata Sarkar, residing at 7, Sital Chandra Naskar Road, Tentulberia, PO- Garia, PS- Narendrapur, Dist- South 24 Parganas, West Bengal-700084, have one male child namely ISHAAN SARKAR (Date of Birth- 11-08-2019). He is holding Aadhaar Number : 5108 5613 2526 & Birth Certificate in the name of ISHAAN SARKAR, who is a minor as of now. The name of our son has inadvertently been recorded as SHYAM SARKAR in some documents. I, Debabrata Sarkar S/o Suresh Chandra Sarkar have solemnly affirmed & declared before JUDICIAL MAGISTRATE, CALCUTTA vide affidavit no. 225 dated 01-07-2025 that ISHAAN SARKAR & SHYAM SARKAR both are same and identical person and will be known as ISHAAN SARKAR for all purposes.

CHANGE OF NAME

Rakesh Prasad Kunwar S/o Sudama Prasad Kunwar residing at Greenfield City, Block-21, Flat-2B, Sarsuna, Kolkata-700141, W.B. As declared before the Judicial Magistrate, 1st Class, Kolkata, vide Affidavit No. 2798 dated 18th July, 2024 Rakesh Prasad Kunwar and Rakesh Kunwar both are same and identical person.

ভ্রমসংশোধন

গত ০২/০৭/২০২৫ তারিখে একদিন পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে **খাতিয়ান নং L.R. 38707 হবে,** ভুল প্রকাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থণীয়।

বিজ্ঞপ্তি

[illegible] মালিক আরিফুল বিশ্বাস, বর্তমানে হাওড়া জেলার অধীন বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে উক্ত খরিদকৃত সম্পত্তির মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ১৫ দিনের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

PURUSHOTTOM DAS
ADVOCATE, HOWRAH DISTRICT COURT

বিজ্ঞপ্তি

[illegible] অফিসে যোগাযোগ করিবেন

SUBHADEEP DHANG,
Advocate Alipore Police Court

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর সদর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ আদালত।

Probate Case No.18/2025

সৈয়দ রেজাউর রহমান
= বনাম =
জাহিদা চৌধুরী দীং.... প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর (কোতয়ালী) থানার মির্জাবাজার মৌজার অধিবাসীগনকে জানানো যায় যে, নিম্নের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্বন্ধে উক্ত মৌজা নিবাসী **সৈয়দ আলি মহম্মদ** পিতা ওহিদুর রহমান কর্তৃক গত ইং ২৮.১১.২০২৩ তারিখে সম্পাদিত উইল মূলে প্রবেট পাইবার প্রার্থনায় উপরোক্ত দরখাস্তকারী **সৈয়দ রেজাউর রহমান** অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং. ০১.০৮.২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় উক্ত আদালতে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকীল বাবুর দ্বারা পেশ করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর (কোতয়ালী) মৌজা মির্জ্জাবাজার, জে.এল নং ১৭৯ এল. আর খতিয়ান নং ১৭৮/২ হোল্ডিং নং ৬২৬, মেদিনীপুর পৌরসভার ২২নং ওয়ার্ড ভুক্ত
এল. আর ১০৫৬ দাগে ১১.৩৩ ডেঃ
এল.আর ১০৫৫ দাগে ০২ ডেঃ
এল.আর ১০৫৭ দাগে ০৩.৯০ ডেঃ
মোট ১৭.২৩ ডেঃ বা ০.১৭২৩০ একর
এবং পঃ মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার ৭৫ নং জে.এল ভুক্ত মূলগ্রাম মৌজার ও কলকাতা কর্পোরেশন এ থাকা উইল কর্ত্তার স্বত্বীয় দখলী সমূহ সম্পত্তি। অনুমত্যানুসারে

কামরুন নেহার (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ আদালত।
পশ্চিম মেদিনীপুর, ০৩.০৭.২৫

আমার মক্কেল ১। রবীন সরকার, পিতা বিভূতি সরকার, ২। কৌশিক ধর, পিতা দীপক রঞ্জন ধর, ৩। বিনয় দে সরকার, পিতা বিশেশ্বর দে সরকার মহাশয় গত ইংরাজী ১২.০৯.২০২৪ তারিখে এ্যাডিঃ রেজিঃ অফ্ এ্যাসিওরেন্স-১, কোলকাতা অফিসের বুক নং-১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০২৪, পাতা নং ৩১৬০০৭ হইতে ৩১৬০৩৭ নং, বিয়িং ১৯০১০৮৩৪৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা [illegible]

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ ১) রতন হালদার, পিতা- গোবিন্দ হালদার, [illegible] পোঃ বীরনগর, জেলা- নদীয়া ২) সুমিত কুমার বিশ্বাস, পিতা- [illegible] পুর, ন পাড়া, পোঃ ন পাড়া, থানা- রানাঘাট ৩) বিশ্বজিত [illegible], পোঃ ন পাড়া, থানা- রানাঘাট ৪) সন্ন্যাসী হালদার, পিতা- [illegible] পাড়া, থানা- রানাঘাট ৫) মনোরঞ্জন ঘোষ, পিতা- মৃত মঙ্গল [illegible] থানা- তাহেরপুর ব্যক্তিগণ একত্রে গত ইং ২৭/১২/২০২৩ [illegible] অফিসে ৮৯৭৯ নং আমমোক্তার নামা বলে ১) প্রতিমা বল [illegible] - সমীরন মজুমদার, সাং লাইব্রেরী পাড়া, পোঃ বীরনগর, [illegible]

Sd/- Rajarshi Majumdar (Advocate)
Ranaghat Court, Ranaghat, Nadia, Pin- 741201

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমুহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

পি’ অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

<u>বীরভূম</u>

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ই জুলাই, ২৪শে আষাঢ় আষাঢ়। বুধ বার। চতুর্দশী তিথি। জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী শনি ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ জুলাই ২০২৫, ২৪ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার

ভরা বর্ষায় তিলোত্তমার রূপ...

হাওড়া ময়দানে জলমগ্ন চাকরিহারা গ্রুপ সি ও ডি নন-টিচিং স্টাফদের নবান্ন অভিযান।

পাটুলি ভাসমান বাজার অঞ্চল।

সত্যজিৎ রায় মেট্রো স্টেশনের সামনে রাস্তা জলমগ্ন।

উত্তর কলকাতার জলমগ্ন রাস্তা অতিক্রম। ছবি অদিতি সাহা

জলের তলায় কলকাতা, দুর্ভোগের শিকার শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন: গভীর নিম্নচাপ আর তার প্রভাবে সোমবার মাঝরাত থেকে অঝোরে বৃষ্টি। আর তাতেই কলকাতার সেই জল-যন্ত্রণার ছবিটা যেন বেশ স্পষ্ট। এদিনের এই টানা বৃষ্টিতে কোথাও হাঁটুজল, তো কোথাও তো সেই জলের উচ্চতা ছুঁয়েছে আরও বেশি। গাড়ি-বাইক ডুবে যেতে থাকে জমা এই জলে। টানা বৃষ্টিতে জল জমে কলকাতার সড়কপথের লাইফ লাইন বলে পরিচিত সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের একাংশে। একইসঙ্গে প্লাবিত মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, নর্দান পার্ক, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কসবা, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, নয়াবাঁধ, যাদবপুর, ব্রহ্মপুর, পিকনিক গার্ডেন, যোধপুর পার্ক, উলটোডাঙা ফ্লাইওভারের নীচের রাস্তা পুরোটাই চলে যায় জলের তলায়। হাঁটুজল আমহার্স্ট স্ট্রিটে। একই অবস্থা ঠনঠনিয়াতেও। মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে ফুটপাথও চলে যায় জলের তলায়। দক্ষিণে রাসবিহারী, বেহালা, শিলপাড়া, সখেরবাজার-সহ জোকার বিস্তীর্ণ এলাকা সর্বত্রই জল থইথই। আর পাতিপকুরের আন্ডারপাস তো দৃশ্যতই জলাধারের আকার ধারণ করে। কলকাতা শহরে এই জল জমার জেরে সমস্যা হয় বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি চলাচলে। ফলে কাজে বেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে অনেকটা দেরি হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, সকাল ৮টা পর্যন্ত আলিপুরে ৪৫ মিলিমিটার, কাঁকুড়গাছিতে ৮০ মিলিমিটার, সল্টলেক আর নিউ টাউন এলাকায় ৮৮ মিলিমিটার, ব্যারাকপুরে ৯৩ মিলিমিটার, উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে ৭৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মধ্য এবং উত্তর কলকাতায় একাধিক জায়গায় জল জমেছে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, কলেজ স্ট্রিট বাটা মোড়, নর্থ পোর্ট থানা লাগোয়া এলাকায় জল জমেছে। এ ছাড়াও কাঁকুড়গাছি, পাতিপুকুর আন্ডারপাসে জমেছে জল। একই সমস্যা পার্ক স্ট্রিটেও।

কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, রাত ২টো থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত দত্ত বাগানে ৭৭ মিলিমিটার, বীরপাড়ায় ৭৮ মিলিমিটার, মার্কাস স্কোয়ারে ৬৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও বালিগঞ্জে ৬৬ মিলিমিটার, চেতলায় ৪৭ মিলিমিটার, মোমিনপুরে ৬৭ মিলিমিটার এবং কালীঘাটে ৬৩ মিলিমিটার, ধাপায় ৬২ মিলিমিটার, তপসিয়ায় ৬৩ মিলিমিটার, উলটোডাঙায় ৬৯ মিলিমিটার, কামডহরিতে ৭০ মিলিমিটার, পামার ব্রিজ এলাকায় ৭৮ মিলিমিটার ও ঠনঠনিয়ায় ৭৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, আলিপুরে বৃষ্টি হয়েছে ৮১.৬ মিলিমিটার, দমদমে ৯৯.৩ মিলিমিটার, সল্টলেক ৮৮.৩ মিলিমিটার।

তবে মঙ্গলবার সকাল থেকেই জমা জল সরানোর তৎপরতা দেখা গিয়েছে কলকাতা পুরনিগমের তরফে। সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় কাজে নামেন নিকাশি বিভাগের কর্মীরা। চলে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে জল সরানোর কাজ। টানা বৃষ্টিতে কলকাতা প্লাবিত হয়ে যাওয়ার ঘটনায় কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক জানান, যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে তাতে জল জমলেও বেশিক্ষণ এই জল জমার ছবিটা থাকবে না। দ্রুত বিভিন্ন পাম্পিং স্টেশনের মারফত জমা জল বের করার কাজ চলছে। তবে এর মধ্যে বাদ সাধে গঙ্গার জোয়ার। কারণ গঙ্গায় জোয়ার থাকার কারণে সমস্ত লকগেটগুলো বন্ধ থাকবে। বেলা ১১টা ৫৫-তে গঙ্গায় জলস্তর হয় ১৬ ফুটেরও বেশি। তারই জেরে এদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত লকগেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। মেয়র পারিষদ তারক সিং নিজে পামার ব্রিজ-সহ বেশ কিছু পাম্পিং স্টেশনে যান পরিদর্শনে। কলকাতা পুরসভার ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডের পামারবাজারে নিকাশি বিভাগের স্ট্রম ওয়াটার ফ্লো পাম্পিং স্টেশনে আসেন তারক সিং। সেখানে ছিলেন পুরসভার নিকাশি বিভাগের ডিজি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। জল কোথায় কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেগুলো মূলত আলোচনা সেরে নেন। এই পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে উত্তর এবং মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশের জল নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। মোট চারটি পাম্পের মধ্যে তিনটি পাম্প চলছে,* একটি পাম্প মেরামতির জন্য বন্ধ রয়েছে। পাম্পগুলি দিয়ে যে খাল দিয়ে জল নিষ্কাশিত হয়, সেখানকার অবস্থা এবং জল নিষ্কাশনের বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখেন।

প্রস্তুতি নেওয়ার পরেও শহরের বেশ কিছু অংশে জল জমে যে দুর্ভোগ হচ্ছে, সেটা মেনে নেন কলকাতা পুরসভার নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ সদস্য তারক সিং। তিনি জানান, 'জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ায় আমি দুঃখিত। কিন্তু এটা বুঝতে হবে, প্রায় সাড়ে ৩৫০ মিলিমিটারের কাছাকাছি বৃষ্টিপাত হয়েছে নির্দিষ্ট কয়েকটি অংশে।' এর পাশাপাশি মেয়র পারিষদ এও জানান, কলকাতার কয়েকটি অংশে ১০০ মিলিমিটারের ওপর বৃষ্টিপাত ছাড়িয়ে গিয়েছে। জল যাতে দ্রুত নেমে যায় তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মনোজিৎ মিশ্রর ঘনিষ্ঠর কুকীর্তি!

■ গড়িয়াহাট আইটি কলেজেও 'মনোজিৎ মডেল'। কসবা ল' কলেজের গণধর্ষণে অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রর ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় চৌধুরীর কুকীর্তির অভিযোগ এবার সবার সামনে। অভিযোগ, কলেজ ক্যাম্পাসে উশৃঙ্খলতা, মদের আসর, কলেজের ছাত্রীদের যখন-তখন ডেকে পাঠানে- সহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকেন সবসময় সঞ্জয়। কলেজের হস্টেলে অনাবাসিক যারা, তারা যখন-তখন কলেজের হস্টেলে ঢুকে রুম দখল করে থাকত বলেও উঠেছে অভিযোগ। কলেজ ছুটির পর কলেজে থেকে যাওয়া, কলেজ বাঙ্ক করা, কলেজ ছুটির পর ছাত্রীদের ডেকে আনা, কলেজে বসেই মধ্যরাতে মদ্যপান, সঙ্গে চলত উচ্চগ্রামে গান চালানো।

রোগীমৃত্যু, বিক্ষোভ

■ **দুর্ঘটনায় জখম তরুণের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আরজি কর হাসপাতালে। সোমবার রাতে বিধাননগর ও দমদম স্টেশনের মাঝে দক্ষিণদাড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন ২১ বছরের গোপাল বণিক। মাথা ও মুখ থেকে রক্তক্ষরণ হলেও, বিনা চিকিৎসায় ওই তরুণকে দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা হয় বলে অভিযোগ। এই অবস্থাতেই ওই তরুণকে ফেলে রেখে পরিবারের লোকজন টিকিটও করাতে গেলে, তরুণের মৃত্যু হয়। এরপরই রাগে, ক্ষোভে মৃতের আত্মীয়রা হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।**

খালে দেহ

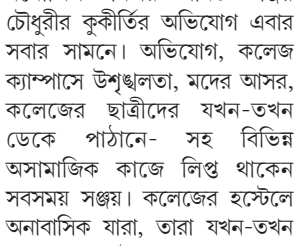

■ **সোমবার সন্ধ্যায় সার্ভে পার্ক থানা এলাকায় নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন সনৎ হালদার। মঙ্গলবার তাঁরই দেহ উদ্ধার হল আনন্দপুর খালে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি স্লিপার, একটি চশমা এবং একটি খালি দেশি মদের বোতল উদ্ধার করে, যা সনৎ হালদারের বলেই ধারণা পুলিশের।**

বাংলার অস্তিত্বের লড়াইয়ে আমরা সবাই পদ্মফুলের অনুগামী: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দল ভাঙা, তৃণমূলে যোগ, ভ্রান্তি, বিভাজন, সবকিছুকে একঝটকায় উড়িয়ে দিয়ে দলীয় কর্মীদের ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার কলকাতায় সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে আবেগে, ক্ষোভে, আস্থায় ঠাসা তাঁর বক্তৃতা যেন একটাই কথা বলল, 'আমরা সবাই বিজেপি, আমাদের নেতা একটাই, পদ্মফুল!' বক্তব্যের শুরুতেই শমীক বললেন, 'চরম দুর্দিনেও অনেকেই তৃণমূলে যাননি। নির্দল লড়েছেন, কিন্তু থেকেছেন বিজেপির পাশে। আমি আজ এমন বহু মানুষের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁদের প্রণাম জানাই।'

এরপরই রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, 'এই লড়াই বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। যাতে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশে না-পরিণত হয়, সেই কারণেই আমাদের আন্দোলন। তৃণমূল তিনবার হেরেছে, আবার হারবে। এটা বাস্তব। রাজ্যের মানুষ মুক্তি চাইছে।' রাজ্য থেকে মেধা ও মানবসম্পদের 'এক্সোডাস' নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। বলেন, 'যাঁরা বাঁচতে চান, স্বাধীন ভাবে চলতে চান, সন্তানদের নিরাপত্তা দিতে চান, তাঁদের পাশে বিজেপি আছে। শিল্পায়ন চাই, কর্মসংস্থান চাই, তৃণমূলের দুঃশাসন থেকে মুক্তি চাই।'

এরপরই দলের ভেতরের বিভাজনের গুজবকে সরাসরি উড়িয়ে দিয়ে শমীক বলেন, 'এখানে কোনও বেঙ্গল লাইন নেই, দিল্লি লাইন নেই, নেই আলাদা নেতৃত্ব। আমরা সবাই এক, আমরা সবাই বিজেপি। যাঁরা কখনও বিজেপির বাইরে ছিলেন, তাঁরাও আজ পদ্মফুলের ছাতার তলায় ফিরে আসছেন।' চারবার হাত তুলে শপথের মতো উচ্চারণ করলেন, 'আমরা কেউ বাদ যাব না। কেউ দল ছাড়েনি। যদি কোনও ভুল বোঝাবুঝি থেকেও থাকে, তাও কাটিয়ে উঠতে হবে। কারণ বিজেপি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এটা লক্ষ লক্ষ মানুষের আশ্রয়।'

তিনি ঘোষণা করেন, 'আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যের সব জেলায় যাব। একটাও বিজেপি কর্মী যেন অবহেলায় না পড়ে থাকে, তা নিশ্চিত করব।' এরপর তৃণমূলের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেন, 'যাঁরা রক্ত দিয়ে দেওয়ালে লিখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে, যাঁরা প্রাণ হাতে নিয়ে শাসকদলের সঙ্গে লড়েছেন, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। এই লড়াই নেতানেত্রীর নয়। এই লড়াই হিন্দু বাঙালির আত্মরক্ষার। এই লড়াই উদারমনস্ক মুসলিমদের অস্তিত্বের। আজ যদি আমরা না-জাগি, কাল জম্মু-কাশ্মীরের নকশা এই বাংলাতেও চাপিয়ে দেওয়া হবে।'

শেষে তাঁর দৃপ্ত বার্তা, 'আমরা সবাই বিজেপি। আমরা সবাই পদ্মফুলের অনুগামী। এটাই আমাদের পরিচয়, এটাই আমাদের প্রতিবাদ, এটাই আমাদের প্রতিরোধ। ভারত মাতা কি জয়!'

শমীকের পাশে ফের দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দলের সংবর্ধনা মঞ্চে আমন্ত্রণ পাননি, সকালের শহরে চায়ের কাপ হাতে ছিলেন একা, তবে বিকেল হতেই ছবিটা বদলে গেল। মঙ্গলবার সল্টলেকের বিজেপি কার্যালয়ে নতুন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করলেন প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। হাতে উপহার, মুখে আশ্বাস, 'শমীকের হাত ধরেই বাংলায় ফিরবে বিজেপি।'

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ জানান, 'আমি এখনও দলেরই লোক। যখন দায়িত্ব পেয়েছিলাম, পালন করেছি। আজও দলের গাড়ি, নিরাপত্তারক্ষী, সবই পাচ্ছি।' তিনি তুলে দেন পদ্মফুলের প্রতীক ও জগন্নাথের মূর্তি, যা নিজের ফেসবুকেও ভাগ করে নেন। শমীক বলেন, 'আমরা সবাই পদ্মফুলের অনুগামী। সাময়িক দূরত্ব হলেও একতা ফিরবেই। পনেরো দিনের মধ্যেই দেখা যাবে ঐক্যবদ্ধ বিজেপি।'

তৃণমূল ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে অশালীনতার অভিযোগ, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলেজে নবাগত ছাত্রীকে দিয়ে মাথা টেপাচ্ছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা! সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করছে এমনই এক ভিডিয়ো, যা নিয়ে ফের অস্বস্তিতে শাসকদল। আর এই ভিডিওকে সামনে রেখে সরব বিরোধী শিবিরও।

সূত্রের খবর, ভিডিয়োতে যে ছাত্রনেতাকে দেখা যাচ্ছে তাঁর নাম প্রতীককুমার দে। তিনি সোনারপুর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র পরিষদের কো-অর্ডিনেটর। তিনি সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক লাভলি মৈত্রের 'ঘনিষ্ঠ' বলেও পরিচিত। প্রতীককে কো-অর্ডিনেটর পদে স্বয়ং লাভলি মৈত্রই নিযুক্ত করেন বলে সূত্রের খবর। আর যে ঘটনায় তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি, তা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই সোনারপুর মহাবিদ্যালয়েই। আর এই প্রতীকের মাথা টেপানোর ভিডিয়ো সামনে আসার পর প্রশ্ন উঠছে, বারুইপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হয়েও কী ভাবে প্রতীক সোনারপুর কলেজে এতখানি প্রভাব খাটান তা নিয়েও। এই প্রসঙ্গে বিরোধী শিবিরের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, এই সব ঘটছে লাভলি মৈত্রের 'আশীর্বাদে'।

এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সুনীপ দাস বলেন, 'কিছুদিন ধরেই রাজ্যের কলেজে টিএমসিপি নেতাদের দাপাদাপি দেখছি। তারই প্রতিফলন সোনারপুর কলেজে দেখলাম। ওখানকার এই ছাত্রনেতা প্রতীক দে খুবই প্রভাবশালী। তিনি প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে দিয়ে মাথা টেপাচ্ছেন, এরকম নোংরামো তৃণমূল ছাড়া কেউ পারে না।' এর পাশাপাশি তিনি এও জানান, 'এদের পিছনে রথী-মহরথীদের হাত আছে। প্রতীকদের পিছনে হাত রয়েছে বিধায়ক লাভলি মৈত্রের। তা না হলে প্রতীদ দে একদিকে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি। সঙ্গে সোনারপুর টাউন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। এঁরা এতটাই প্রভাবশালী যে, তাঁর দলেরই কাউন্সিলর প্রতীকের বিরুদ্ধে লাঞ্ছনা করার অভিযোগ করেছিলেন। তখনও প্রতীকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেনি তৃণমূল। পুলিশের উচিত প্রতীকের মতো নেতাদের পিটিয়ে থানায় ঢোকানো, যাতে মহিলারা সুরক্ষিত থাকে এবং বাড়ির মেয়েরা শান্তিতে কলেজে যেতে পারেন।'

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কাছে কসবার আইন কলেজে ধর্ষণের রিপোর্ট তুলে দিচ্ছে তথ্যানুসন্ধানী কমিটি।

'উত্তরকন্যা অভিযানে' পুলিশি নিষেধ, হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি যুব মোর্চা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার 'উত্তরকন্যা অভিযান' কর্মসূচিতে অনুমতি না-দিয়ে বিতর্কে শিলিগুড়ি পুলিশ। কর্মসূচি আটকে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে গণতন্ত্র বিরোধী পদক্ষেপ বলে কটাক্ষ করল বিজেপির যুব শাখা।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে আইনি আশ্রয় নিয়েছে যুব মোর্চা। সংগঠনের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গজুড়ে নারী নিগ্রহ, ধর্ষণ, অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিল তারা। অথচ গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে পুলিশ সেই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির পথরুদ্ধ করছে। যুব মোর্চার এক নেতার বক্তব্য, 'নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেই আমরা পথে নামছিলাম। অথচ শাসকদলের ইশারায় পুলিশ আমাদের কণ্ঠরোধ করছে। এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কিছু হতে পারে না।'

বিজেপির তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। শান্তিপূর্ণ ভাবে নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে রাস্তায় নামার অধিকার কেড়ে নিয়ে রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসন স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ করছে। এই মামলার শুনানিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ কী হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

রাতে কলেজের ইউনিয়ন রুমে পার্টির অভিযোগ টিএমসিপির নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নামী সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন রুম চলে এল ফের সংবাদে। কারণ, সূত্রে খবর মিলছে, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে সন্ধে হলেই নাকি বসে মদের আসর। রাত অবধি চলে পার্টি।

কলেজ সূত্রেও জানা গিয়েছে, রাজাবাজার কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা তথা প্রাক্তন জিএস গৌরব দত্ত মুস্তাফির বিরুদ্ধে কলেজের ইউনিয়ন রুমে আগেও মদ্যপানের অভিযোগ উঠেছিল। সন্ধ্যা হলেই নাকি কলেজের ইউনিয়ন রুমকে নিজের 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' বানিয়ে ফেলতেন এই ছাত্রনেতা। এরপর বসানো হত মদের আসর। আর সেখানে যোগ দিতেন তাঁরই অনুগামীরা। এরপর বেশ রাত পর্যন্ত চলত পার্টি।

এই গৌরবের দাপট এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। কারণ, এর আগেও তঁর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিক অভিযোগ জানিয়েছিলেন পড়ুয়ারা। বছর কয়েক আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককেও চড় মারার অভিযোগ উঠেছিল এই গৌরবের বিরুদ্ধে। সেই সময় দু'বছরের জন্য তাঁকে বহিষ্কারও করা হয়। পরে সেই জল গড়ায় আদালতে। বছর কতক কাটতেই পিএইচডিতে ভর্তি হয়ে এই কলেজেই ফিরে আসেন গৌরব। ফের শুরু হয় 'দৌরাত্ম্য'।

তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগই নস্যাৎ করেছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা তথা রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের প্রাক্তন জিএস গৌরব দত্ত মুস্তাফি। তিনি এও জানান, 'এরকমটা কখনওই হয় না। ইউনিয়ন রুমে এসি থাকায় ওখানে অধ্যাপকরাও এসে বসতেন। এটা খুঁচিয়ে হেনস্থা করার চেষ্টা।'

সুকান্ত-মামলায় তির্যক প্রশ্ন আদালতের রাজ্যের ভূমিকায় 'অবৈধ' আচরণের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ড সুকান্ত মজুমদারের দায়ের করা রিট পিটিশনের শুনানিতে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কড়া পর্যবেক্ষণ করলেন মাননীয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। মঙ্গলবারের শুনানিতে রাজ্য কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বিচারপতি বলেন, এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গতিবিধি কী ভাবে সীমিত করা যায়, এই প্রশ্নের আইনসম্মত ভিত্তি কোথায়?

ড মজুমদার অভিযোগে জানিয়েছেন, তাঁকে বারবার বেআইনি ভাবে আটক করা হয়েছে, কোথাও যাওয়ার পথ রুদ্ধ করা হয়েছে, যা একান্ত ভাবে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের সামিল। শুনানিতে বিচারপতি স্পষ্ট জানান, একজন ভারতীয় নাগরিকের স্বাধীন ভাবে যাতায়াতের অধিকার সাংবিধানিক ভাবে সুরক্ষিত। নাগরিক যদি আগেভাগে সফরের কথা স্থানীয় প্রশাসনকে জানান, সেটাই যথেষ্ট। পুলিশ আপত্তি জানালে, তিনি ফের আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল শুনানিতে দাবি করেন, ড মজুমদার অনুমতি না-নিয়েই সফরে বেরিয়েছিলেন। পালটা প্রতিমন্ত্রী জানান, জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে তিনি নিয়মমাফিক সফরের আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে অবহিত করেন এবং সেই তথ্য রাজ্য প্রশাসনকেও পাঠানো হয়ে থাকে। ড মজুমদার আরও বলেন, 'এটাই প্রথম নয়, গত এক বছরেই অন্তত তিনবার আমাকে বিনা কারণে আটক করেছে রাজ্য পুলিশ। কলকাতা পুলিশের এই আচরণ ভারতীয় সংবিধান ও আইনের প্রতি সরাসরি অবমাননার নামান্তর।' মন্ত্রী স্পষ্ট বলেন,'ভারতের মাটিতে কোনও কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা নেই একজন নাগরিক, তার ওপর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার।

সম্পাদকীয়

ডাইনি সন্দেহে বিহারে একই পরিবারের পাঁচ জনকে খুন! বর্বরতার এই ব্যাধি সারবে কবে, কোন ওষুধে?

এ শুধু লজ্জা নয়, চরম লজ্জা! ২০২৫ সালে এসেও শুনতে হচ্ছে 'ডাইনি'-র মত শব্দ। শুধু কাউকে ডাইনি বলে দাগিয়ে দেওয়াই নয়, প্রকাশ্যে পিটিয়ে অথবা জীবন্ত জ্বালিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে তাঁকে। এ কোন সমাজ! কোথায় আমরা বাস করছি? সমাজ থেকে সভ্যতা, নাকি এগোচ্ছে, এই তার নমুনা! ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে রক্তহিম হয়ে যাবে। শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে এটা নেহাতই আর একটা খবর। কিন্তু বাস্তবটা হল, যে দেশে আমরা বাস করি সে দেশেরই এক সহ- নাগরিককে তারই প্রতিবেশীদের হাতে নির্মম ভাবে মরতে হচ্ছে শুধু 'ডাইনি' সন্দেহে। না, এর কোনও প্রমাণ নেই। শুধুই সন্দেহ, আর তাতেই বিচারের খাঁড়া নেমে আসছে। একজন দু'জন নয়। একই পরিনারের পাঁচ-পাঁচজনকে এভাবেই নির্মম ভাবে পিটিয়ে তারপর জীবন্ত পুড়িয়ে মারল উন্মত্ত জনতা। কারণ, তাঁদের সন্দেহ এরা 'ডাইনি'। এভাবেই চিরতরে মুছে দেওয়া হল একটা গোটা পরিবারকে। ঘটনার বিবরণ শুনলে হার মানবে মধ্যযুগীয় বর্বরতাও। ঘটনাস্থল বিহার। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মুফাসিল থানার এক গ্রামের ঘটনা। জানা যাচ্ছে গোটা ঘটনার নেপথ্যে ছিল স্থানীয় এক তান্ত্রিক। তার উসকানিতে ডাইনি সন্দেহে পিটিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় ওই পরিবারের ৫ সদস্যকে। সোমবার আচমকাই ওই বাড়িতে চড়াও হয় জনা পঞ্চাশেক স্থানীয় বাসিন্দা। ঘিরে ফেলে পুরো বাড়ি। তারপর পরিবারের সদস্যদের ধরে চলে নির্মম গণপিটুনি। এখানেই শেষ নয়, গণপিটুনির পর মৃতপ্রায় পাঁচজনকে একটা ঘরে বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। শিউরে উঠার থেকেও ভয়াবহ ঘটনা। পরে পুলিশ এসে দেহগুলি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের জেরা করেই মিলেছে তান্ত্রিকের কথা। যদিও মূল কালপ্রিট এখনও নিখোঁজ। পরিবারের এক নাবালক কোনও মতে পালিয়ে বেঁচেছে। সেইই পুলিশকে জানিয়েছে গোটা ঘটনা। এখন তদন্ত হবে। ধরপাকড়ও হবে। হয়তো খুনের দায়ে দু'একজনের শাস্তিও হবে। কিন্তু বর্বরতার এই ব্যাধি সারবে কোন ওষুধে?

শব্দবাণ-৩২৩

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭				৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অবিরাম,সর্বদা ৩. সাধারণ লোক ৫. উঠান, রোয়াক ৭. নগর ৮. সোনা ১০. গৃহস্থালি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মালিন্য, কালিমা ২. সারথি ৩. উত্তম, তোফা ৪. সহজেই ভেঙে পড়তে পারে এমন বাড়ি ৬. আলতা ৯. ধরন, রকম।

সমাধান: শব্দবাণ-৩২২

পাশাপাশি: ১. কাদম্বর ৩. বিমান ৪. উমদা ৬. গভস্তি ৯. মরিয়া ১০. সাজোয়াল।

উপর-নীচ: ১. কানড় ২. রসম ৩. বিষ্ণুভোগ ৫. দারক্রিয়া ৭. ভরসা ৮. আমল।

জন্মদিন

আজকের দিন

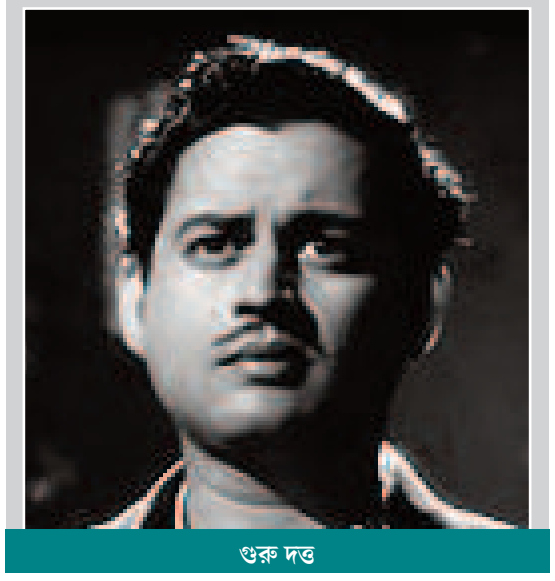

গুরু দত্ত

১৯২৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও পরিচালক গুরু দত্তের জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সঞ্জীব কুমারের জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সঙ্গীতা বিজলানির জন্মদিন।*

'নির্মম অরণ্যসংহার: কেউ কি শুনবে সবুজ দ্বীপের হাহাকার?'

শতদল ভট্টাচার্য

সরকারি নথিপত্রের জোরে পাঁচ লাখ বা দশ লাখ গাছ কেটে ফেলার মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব নেই। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপমালার বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পন্নতা ভারতের এক পরম সৌভাগ্য, একে এভাবে খর্ব বা নষ্ট করা এক অন্যায় স্পর্ধার পরিচয় হবে। এই প্রচণ্ড প্রকৃতি-বিনাশের ক্ষতি বাস্তবে কখনোই পূরণ হতে পারবে না। আজ এখানে লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা হবে, কাল আরেক অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ গাছ কাটার দরকার হবে, পরশু আবার অন্যত্র; কারণ তথাকথিত উন্নয়নের তো শেষ নেই, মানুষের উন্নয়নলিপ্সারও অন্ত নেই। কাজেই প্রকল্পের পর প্রকল্প আসবে। এইভাবেই সমস্ত শ্যামলিমা সংহার করে প্রগতির জয়যাত্রা আমাদের এক মরুশ্মশানে নিয়ে দাঁড় করাবে।

আমরা কিছু সেকেলে লোক এখনো রয়ে গেছি জগতে। কিছু পুরনো ধাঁচের ভাবাবেশ ও আবেগ এখনো মনের মধ্যে আনাগোনা করে। পৃথিবী বা দেশ , যার কথাই ভাবি, তার অস্তিত্বের পরিচয় তার প্রাকৃতিক পূর্ণতার মধ্যেই সব চেয়ে বেশি অনুভব করতে চাই। আমাদের মনে পড়ে, 'বন্দে মাতরম্' লিখে বঙ্কিমচন্দ্র যখন দেশমাতৃকার স্তব রচনা করেছিলেন, তখন দেশের প্রাকৃতিক রূপ দিয়ে দেশজননীর পরিচয় প্রস্ফুট করেছিলেন সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা, ফুল্লকুসুমিত, দ্রুমদলশোভিনী ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন' গানে দেশের অবয়ব ফুটিয়ে তুলতে স্মরণ করেছিলেন বিন্ধ্য, হিমাচল, যমুনা, গঙ্গা আর উচ্ছল জলধিতরঙ্গ। কিন্তু আজ সে-সব ভাবময়তার দিন আর নেই। দেশের ও ধরিত্রীর আবহমান কালের প্রাকৃতিক মাধুর্যের সঙ্গে মনের সংযোগ এখনো যারা অনুভব করে তারা আজ সেকেলে বটে।

আধুনিক জীবনের দুরন্ত-গতি অগ্রগমনের তাগিদ মেটাতে মানুষের চারপাশের জগতে কত বদলই না হতে হয়! এবার সমুদ্রতরঙ্গে-ঘেরা নিকোবর দ্বীপভূমির সজল-শ্যামল ভূগোলে আসছে বদলের ঢেউ। বেশ কিছুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল গ্রেট নিকোবর দ্বীপাঞ্চলে এবার উন্নতির বান ডাকতে চলেছে। বান বললে অবশ্য কম বলা হল, আসতে চলেছে উন্নয়নের সুনামি। দেশের বিচক্ষণ কর্তারা বিশাল মাপের এক প্রকল্প রচনা করেছেন; গ্রেট নিকোবরে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুসারে জাহাজ-বন্দর হবে, বিমান-বন্দর হবে, জনবসতি হবে, আধুনিক আরো অনেক নির্মাণকার্য ও কর্মকাণ্ড হবে। গুরুত্বমণ্ডিত সেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাসন্ন। জানা গেছে যে, প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র সরকারের পরিবেশ-সংক্রান্ত দপ্তর থেকে জারি হয়ে গেছে যথাকালে। জাগতিক উন্নতির উদ্যোগের জন্য জায়গা তো চাই। অতএব বন-জঙ্গল সাফ করে জায়গা তৈরি করতে হবে। জানা যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ গাছ কেটে, হ্যাঁ, বহু লক্ষ গাছ কেটে প্রস্তুত হবে সেই উন্নয়ন-যজ্ঞের মহাপরিসর। বেসরকারি কিছু মতামত-ও শোনা যাচ্ছে, নিকোবর-প্রকল্পে কাটা-পড়বে এমন গাছেদের মোট সংখ্যা বাস্তবে নাকি সরকারি পরিসংখ্যানের চেয়ে অনেক বেশি হবে। সে যাই হোক, সরকারের প্রকল্প, সরকারের অনুমতি; কাজেই গ্রেট নিকোবর আজ ধন্য। পাঁচ লাখ কি দশ লাখ বৃক্ষ কাটা পড়বে, সে নিয়ে বেশি চিন্তা করার দুর্বলতা কি আজকের তীব্রগতি উন্নয়নের যুগে সুবিজ্ঞ কর্মনায়কদের মানায়? যদিই বা কেউ গাছ কাটা নিয়ে মাথা ঘামায়, আপত্তি তোলে, তাকে স্তব্ধ করে দেবার জন্যে একটা জবাব-ই যথেষ্ট , রাষ্ট্রের দায়িত্ববান কর্তৃপক্ষেরা এই উন্নয়নযজ্ঞের অনুমোদন দিয়ে দিয়েছেন যে! এর পরে তো আর কথা থাকতে পারে না!

প্রশ্ন কিন্তু এর পরেও থেকে যায়। এই বিশাল মাপের প্রকৃতি-হননের নৈতিক যুক্তি কোথায়? বিশেষতঃ আন্দামান-নিকোবর আদিম অরণ্যের দেশ, সেখানকার বনানি আমাদের কিছু বিশেষ শ্রদ্ধা দাবি করে। পরিবেশ-তত্ত্বের শিক্ষার মর্মার্থ আমরা কিছুই শিখি নি, যদি গ্রেট নিকোবর প্রকল্পের খবর আমাদের আলোড়িত না করে। সরকারি নিয়ম-কানুন আর সরকারি দপ্তরের অনুমতিপত্র, এ সবকিছুই নেহাৎ পদ্ধতিগত ও প্রশাসনিক বিষয়-মাত্র। এই সব কিছুর উপরে উঠে মূল সত্যটি অনুধাবন করলে এটা অধিকাংশ সচেতন ও বিবেকবান মানুষের অনুভব করতে অসুবিধে হবে না যে, অসংখ্য বৃক্ষতরু নিধন করে এমন একটি প্রকৃতি-বিধ্বংসী প্রকল্পের আয়োজন আজকের দিনে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশকে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে আঘাত করবে, ক্ষুণ্ণ করবে, বিক্ষত করবে। অগুণতি গাছপালা কেটে জঙ্গল ধ্বংস করলে গাছেদের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র প্রাণীও উৎসন্ন হবে। সে অঞ্চলে মাটির যে নিজস্ব প্রাকৃতিক চরিত্র থাকে তা-ও বিনষ্ট হবে। উপকূল অঞ্চলের পরিবেশ আর সন্নিহিত সামুদ্রিক পরিবেশের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকে, তাই দ্বীপভূমির উপকূলের পরিবেশে বিরাট কোনো কৃত্রিম পরিবর্তন এলে তা সামুদ্রিক পরিবেশের উপরেও প্রভাব না-ফেলে যাবে না। আর শুধু বৃক্ষের সংখ্যাই প্রকৃতিতে একমাত্র হিসেব নয়, বৃক্ষগুলির সঙ্গে সঙ্গে যে অসংখ্য ঘাস-লতা-গুল্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এমন প্রকল্পে, তার হিসেব তো আমরা ভাবিই না। এ পর্যন্ত মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীন ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে ধরিত্রী রিক্ততার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এই অবস্থায় প্রকৃতিকে শুশ্রূষা ও সংরক্ষণ করার জন্য পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করা দরকার। এটাই এখন প্রতিটি রাষ্ট্রের সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য। শুধু বস্তুগত উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেই দেশ এগোবে না, বিশ্বেরও কোনো মঙ্গল হবে না। দেশের নৈসর্গিক পরিবেশকে সাদর সহমর্মিতায় বাঁচাতে হবে। সরকারি নথিপত্রের জোরে পাঁচ লাখ বা দশ লাখ গাছ কেটে ফেলার মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব নেই। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপমালার বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পন্নতা ভারতের এক পরম সৌভাগ্য, একে এভাবে খর্ব বা নষ্ট করা এক অন্যায় স্পর্ধার পরিচয় হবে। এই প্রচণ্ড প্রকৃতি-বিনাশের ক্ষতি বাস্তবে কখনোই পূরণ হতে পারবে না। আজ এখানে লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা হবে, কাল আরেক অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ গাছ কাটার দরকার হবে, পরশু আবার অন্যত্র; কারণ তথাকথিত উন্নয়নের তো শেষ নেই, মানুষের উন্নয়নলিপ্সারও অন্ত নেই। কাজেই প্রকল্পের পর প্রকল্প আসবে। এইভাবেই সমস্ত শ্যামলিমা সংহার করে প্রগতির জয়যাত্রা আমাদের এক মরুশ্মশানে নিয়ে দাঁড় করাবে। নির্মমভাবে ব্যাপকমাত্রায় বৃক্ষহত্যা করে যে উন্নয়ন-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হতে হয়, তেমন উদ্যোগে সংবেদনশীল মানব-মন কখনো সায় দিতে পারে না। জলবায়ু পরিবর্তন ও সর্বগ্রাসী দূষণের ফলে বিপন্ন আজকের পৃথিবীতে বহু লক্ষ গাছ কেটে বনভূমি নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত কী করে কোনো প্রশাসনিক বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নিতে পারে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে শাসনতন্ত্র ও তার চালকবর্গ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক নয়, অছি বা ট্রাস্টি মাত্র। এই মৌলিক কথাটি স্মরণে রেখে সবাইকে চলতে হবে। এর উপর আবার জানা গেছে গ্রেট নিকোবরে গাছপালা ধ্বংস হবার 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে গাছপালা বাঁচানো হবে সুদূরতম রাজ্য হরিয়ানায়। চমৎকার ব্যবস্থা! পরিবেশবিজ্ঞানের কোন পাঠ অনুযায়ী এমন অপূর্ব ব্যবস্থার প্রকল্পনা হয়েছে জানতে বাসনা হয়। নিকোবর প্রসঙ্গে এই সংশয়ও মনে আসে যে, দ্বীপাঞ্চলের ভূমিজ স্থানীয় আরণ্যক ও গ্রামীণ জনসমাজের সকলেই কি নির্দ্বিধায় উন্নয়ন-উদ্যোগের নামে এই প্রকৃতিহনন মেনে নিতে পারছে? তারা কি গাছপালার স্পর্শ খুঁজতে এবার হরিয়ানা যেতে প্রস্তুত হচ্ছে?

দেশে ২০০৬ সালে প্রণীত ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট পলিসি বা জাতীয় পরিবেশ নীতির মূল আদর্শের সঙ্গেও এই গ্রেট নিকোবর প্রকল্পের উদ্যোগ খাপ খায় না। তা ছাড়া, আন্তর্জাতিক মাপদণ্ডের কথা মাথায় রেখে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় নিকোবরের এই প্রস্তাবিত অরণ্যমেধ কাণ্ড জলবায়ু-পরিবর্তন প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত 'প্যারিস এগ্রিমেন্ট-২০১৬'র মূল লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে কী করে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে? পর্যাবরণে ক্রমশঃ বাড়তে থাকা উষ্ণায়ন নিয়ে আমাদের কর্তাদের সচেতনতা আন্তরিক হলে নিকোবরে এমন প্রকল্প নিয়ে আসার কথা আমাদের দেশের নিয়ন্তারা ভাবতে পারতেন কি? তা-ছাড়া, শুধু একমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এমন প্রকল্পের পরিকল্পনা করার আগে কর্তৃপক্ষের আরেক দিক থেকেও বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত ছিল। অবিকৃত প্রাকৃতিক পরিবেশের ছায়াতে যতদূর-সম্ভব স্বাভাবিক পার্থিব জীবন যাপন করার অভিলাষ পোষণ করাটাও সাধারণ মানুষের প্রাথমিক মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে। নাগরিকদের সেই জন্মগত মানবাধিকারকে সম্মান করাটাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানুষকে প্রকৃতির সান্নিধ্য ও স্নেহস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করার মধ্যে কোনো গৌরব নেই।

নিকোবর দ্বীপাঞ্চলে এই যে তথাকথিত উন্নয়ন-প্রকল্প পরিকল্পিত হয়েছে তার ভয়ঙ্করতা ও নির্মমতা উপলব্ধি করার প্রয়োজন দেশের মানুষের দিক থেকে অবশ্যই রয়েছে। শুধু নিকোবরের মানুষজন নয়, সারা দেশের মানুষ সচেতন হয়ে বিষয়টিকে বিজ্ঞান ও মানবিকতার আলোয় অনুধাবন করতে হবে। প্রকল্প নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা ও প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এ-যাবৎ সে-সবের সুফল তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। কারণ ক্ষমতাহীন বা প্রভাবশূন্য সাধারণ মানুষজনের মতামতের মূল্য রাষ্ট্রের কাছে খুবই নগণ্য। আশা-ভরসা বিশেষ কিছু আর আছে কি-না জানা নেই। তবে ভবিষ্যতে কোনো উপযুক্ত বিচারাধিকরণের আদেশে যদি শেষ পর্যন্ত নিকোবরের প্রকৃতি এই অস্তিত্ব-সঙ্কট থেকে রক্ষা পায়, সেটা হবে দেশের বিশেষ পুণ্যভাগ্য। দেশের বিচারতন্ত্র মানুষের শেষ ভরসার জায়গা। এনভায়রনমেন্টাল জুরিসপ্রুডেন্সের বিকাশ আজকের যুগে আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে এক নব-দিগন্তের উদ্ভাস নিয়ে এসেছে। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে যায় কিছু কথা। কলকাতা হাইকোর্টের পূর্বতন বিচারপতি গীতেশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, যিনি বিগত শতাব্দীতে হাইকোর্টের 'গ্রিন বেঞ্চ'-এর প্রবর বিচারপতি হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও সদর্থক পরিবেশ-বিষয়ক রায় দিয়ে ছিলেন, তিনি এই ভাবনার অনুবর্তী ছিলেন যে, প্রকৃতি বা পরিবেশের ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য দায়ের হওয়া মামলাগুলিতে ছকে-বাঁধা বাদী-বিবাদী পরিচয় ছাড়াও এক নীরব, অক্ষম ও অদৃশ্য পক্ষ বিচারের অপেক্ষায় উপস্থিত থাকে; সেই নীরব, বোবা পক্ষটি হল প্রকৃতি স্বয়ং। প্রকৃতিকে একটি সজীব সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে, তার নিজস্ব বেঁচে-থাকার অধিকারকে উপলব্ধি করে এবং অসহায় প্রকৃতির নিঃশব্দ ক্রন্দনকে সহমর্মিতার সঙ্গে অনুভব করে বিচারকর্তা বিচার্য বিষয়ের নিষ্পত্তি করলে তবে সুবিচার হবে, প্রকৃতি বিচার পাবে।

শাসনতন্ত্রকে শাসন করার জন্যই রয়েছে সংবিধানের বিধানগুলি। ভারতীয় সংবিধানে যে নির্দেশাত্মক নীতির অধ্যায় রয়েছে তদনুযায়ী রাষ্ট্রের কর্তব্য হল (৪৮এ) পরিবেশের সুরক্ষা ও উৎকর্ষসাধন করা আর দেশের বন-জঙ্গল ও বন্যপ্রাণের সংরক্ষণ করা। এই কর্তব্যের গভীরতা অনেক ব্যাপক; অরণ্য ধ্বংস করে তারপর শুধু কিছু গাছের চারা পোঁতার হিসেব কষে দিলেই রাষ্ট্রের এই কর্তব্য পরিপালিত হয় না। সংবিধানে আরো নির্দিষ্ট আছে যে, নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যের একটি হল , বন, হ্রদ, নদী, ও বন্যপ্রাণী সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা ও বিকাশ করা এবং প্রাণময় জীবদের প্রতি মমতা পোষণ করা। এটা আসলে কোনো আইনের কথা নয়, এটা মানুষের মানবিক কর্তব্যের কথা। পার্থিব প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে মানুষের এই কর্তব্য। এই কর্তব্যটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতার বৃত্তে কর্মনিরত নাগরিকরা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন করতেন ধরিত্রী-মায়ের প্রতি একটুখানি সহানুভূতি ও মমতা নিয়ে, তা হলে দেশে ঈশ্বরদত্ত প্রকৃতির অস্তিত্ব আরো সুরক্ষিত হতো। পরিণামে মানুষেরই আপন ভবিষ্যৎ রক্ষা পেতো। ভবিষ্যতের প্রজন্মগুলিকে তাহলে এক রিক্ত, নিঃস্ব ধরিত্রীর মাঝে দাঁড়িয়ে পূর্বপুরুষদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্য অনুশোচনা করতে হতো না। আবহমান কাল ধরে বিরাজমান যে বিপুল শ্যামল অরণ্যানি আমাদের কাছে ধরিত্রীর এক জীবন্ত আশীর্বাদ হয়ে প্রত্যক্ষগোচর, তাকে নির্দ্বিধায় ধ্বংস করার মধ্যে যে একটা অধর্ম আছে, হিংস্রতা আছে, তা অনুভব করার মতো সংবেদনশীলতা আজ যদি আমরা হারিয়ে ফেলে থাকি, আগামী দিনে পৃথিবীর কাছে ক্ষমা পাবার অবকাশ সম্ভবতঃ আমরা আর পাব না। ৫ জুন গলা ফাটিয়ে আমরা যতই বক্তৃতা করি না কেন, ভাষণের জোরে ক্ষমা মিলবে না।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শিবপুর-জয়দেব সংযোগকারী সেতু অজয়ের জলে, দুর্ভোগের মুখে দুই জেলার মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপের জেরে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড, বিহারেও ভারী বৃষ্টির জেরে সমস্ত নদী গুলিতেও বেড়েছে জলস্তর। জল বেড়েছে অজয় নদেও।

নিম্নচাপের জেরে অজয় নদের জলস্রোত বেড়ে যাওয়ায় জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে বালি, মাটি দিয়ে তৈরি অস্থায়ী সেতু। আগেই প্রশাসন ও ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষের তরফে দুর্ঘটনা এড়াতে সম্পূর্ণরূপে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। যার ফলে বীরভূমের সঙ্গে বর্ধমানের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এবার জলের তোড়ে পুরোপুরি রাস্তা ভেসে যাওয়ায় বর্ধমান ও বীরভূমের কয়েক হাজার মানুষ রুটি রুজির তাগিদে দৈনন্দিন এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করত। অন্যদিকে, এখনও পর্যন্ত নৌকো পরিষেবা শুরু হয়নি। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন নিত্য যাত্রীরা থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজের পড়ুয়ারাও।

অন্যদিকে, অজয় নদের উপর স্থায়ী সেতুর প্রায় ১০০ শতাংশ নির্মাণ হয়ে গেলেও তা এখনও পর্যন্ত সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়া হয়নি। ব্রিজ কবে চালু হবে তা জানেন না এলাকাবাসীরাও। ফলে এবছরও সারা বর্ষায় দুই জেলায় মানুষকে ভুগতে হবে বলে দাবি দুই জেলার মানুষের। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষার সময় অস্থায়ী সেতু ভেসে যায়। আর যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত কোনওভাবেই নৌকা পরিষেবা শুরু হয় নি। ফলে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছাতে হচ্ছে সকলকে। নতুন ব্রিজ তৈরি হলেও এখনও কাঁকসার দিকে বেশ কিছুটা কাজ বাকি। যার কারণে নতুন ব্রিজের উপর দিয়ে জরুরি পরিষেবা ছাড়া কিছুই পারাপার করতে দেওয়া হচ্ছে না। যদি প্রশাসন অন্তত বাইক ও সাইকেল ও ছোট ছোট যানবাহনগুলিকে পারাপার করতে দিত, তবে এই বর্ষায় মানুষের কিছুটা হলেও সুরাহা হতো। বর্তমানে নতুন ব্রিজের দুই পারে দুই জেলার বাস এসে যাত্রীদের নামিয়ে দিচ্ছে। আর পায়ে হেঁটেই যাত্রীরা অজয় নদের উপর নির্মিত নতুন ব্রিজ দিয়ে হেঁটে পারাপার করে ফের বাস ধরে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে। এই বিষয়ে কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'অস্থায়ী সেতু অজয় নদের জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। এখন নৌকায় যাতায়াতটা কেন শুরু হয়নি, সেই বিষয়ে বীরভূম জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব যাতে দ্রুত নৌকা পরিষেবাটা শুরু করা যায়।' অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প নতুন ব্রিজ। সেই ব্রিজের কাজ প্রায় শেষ। যতক্ষণ না সেটি উদ্বোধন হচ্ছে ততক্ষণ তো সেই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করা যায় না। অনুমতি না থাকলেও জোর করে নতুন ব্রিজ দিয়ে অনেকেই বাধ্য হয়ে সাইকেল, মোটর সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করছেন। এতে গত কয়েকদিনে কয়েকটি দুর্ঘটনাও ঘটেছে। গায়ের জোরে মানুষ নতুন ব্রিজ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করার চেষ্টা করছে। তাই এই বিষয়ে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের কাছে কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আবেদন জানাবেন বলে জানান।

গোঘাটে স্বামী খুনে ধৃত স্ত্রী ও প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: স্ত্রীর পরোকীয়ার জেরে স্বামীকে চক্রান্ত করে প্রেমিক দিয়ে খুন। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমা গোঘাটের রঘুবাটী অঞ্চলে। প্রেমিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে 'পথের কাঁটা সরাতে' স্বামীকে খুন করিয়েছিল স্ত্রী বলে অভিযোগ ওঠে। এমনকী খুনের সময় ওই মহিলার প্রেমিক তাকে ফোন করেছিল। ফোনে থাকা অবস্থায় এই খুন হয়। ঘটনার তদন্তে গোঘাট থানার পুলিশ ওই মহিলা ও তার প্রেমিককে গ্রেপ্তার করে। আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানান, রবিবার গোঘাটের রাজগ্রামে জঙ্গল থেকে নিখোঁজ যুবকের পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় মৃত বরুণ দাসের বাবা গোঘাট থানায় বউমা-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ এই ঘটনায় মৃতের স্ত্রী মিতা দাস ও প্রেমিক তন্ময় দাস তথা তাপসকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, পরোকীয়ার জেরে স্ত্রী ও তার প্রেমিককে দিয়ে মদের আসর বসিয়ে স্বামীকে খুন করায়। মৃত্যু নিশ্চিত করার পর প্রেমিক তাপস, মিতাকে ফোন করে তা জানায়। সেই সময় মৃতের নাবালিকা মেয়ে সেকথা শুনে ফেলে। এরপর মিতা নাকি তার নাবালিকা মেয়েকেও হুমকি দেয়। কাউকে ঘটনার কথা জানালে তাকেও খুন করবে বলে। নাবালিকা মেয়ে আতঙ্কে প্রথমে কাউকে কিছু জানায়নি। গত বৃহস্পতিবার বরুন বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। তারপর পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় মৃতের নাবালিকা মেয়ে তার মা-সহ দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আড়ালে পাকিস্তানি গুপ্তচর চক্রকে সাহায্য, মেমারিতে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আড়ালে দেশের শত্রুদের সাহায্য! পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থেকে পাক গুপ্তচরচক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল দুই ব্যক্তি। ধৃতরা পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টদের মোবাইলে ভারতীয় ওটিপি শেয়ার করত বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানি এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করতে সাহায্য করত ধৃতরা।

সূত্র মারফত খবর পেয়ে বেঙ্গল এসটিএফের একটি বিশেষ দল অভিযানে নেমে মেমারি থেকে দুই জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম মুকেশ রজক ও রাকেশ কুমার গুপ্তা। জানা গিয়েছে, তারা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (এনজিও) সঙ্গে যুক্ত ছিল। এসটিএফ সূত্রে খবর, প্রায় ছয় মাস আগে ফেসবুকের মাধ্যমে পাকিস্তানি গুপ্তচরদের সঙ্গে আলাপ হয় ধৃতদের। এরপরই তারা ধাপে ধাপে গুপ্তচরদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলে। ভারতে বসেই পাকিস্তানে সক্রিয় হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করতে সাহায্য করত ওটিপি শেয়ার করে। এমনকি, কিছু ভারতীয় সংবেদনশীল তথ্য পাকিস্তানি চক্রের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টারও অভিযোগ উঠেছে ধৃতদের বিরুদ্ধে। তদন্তকারীদের দাবি, এই চক্রটি আন্তর্জাতিক স্তরের তথ্য পাচার ও ডিজিটাল নিরাপত্তা ভাঙার কাজে যুক্ত ছিল। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কারা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত, তা জানার চেষ্টা করছে এসটিএফ। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা জেলা জুড়ে। বিগত দিনেও বর্ধমান জেলায় বেশ কয়েকবার জঙ্গি যোগে গ্রেপ্তার হয়েছে অনেকেই। ফের বর্ধমান জেলা থেকে দু'জন গ্রেপ্তার হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে তবে কী জঙ্গিদের নিরাপদ স্থান হল বর্ধমান জেলা? কারণ এই জেলায় বিগত দিনে খাগড়াগড়ের ঘটনায় জঙ্গি যোগ প্রকাশ্যে এসেছিল। গত বছর কাঁকসা থেকে শেখ হাবিবুল্লা গ্রেপ্তার হয়েছিল জঙ্গি যোগে। আবারও জঙ্গি যোগে গ্রেপ্তার হওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রয়াত হুগলি জেলার প্রবীণ সাংবাদিক নীলরতন কুণ্ডু ওরফে নিলু দা। একজন অহঙ্কারহীন, নির্ভীক সাংবাদিক ছিলেন তিনি। হুগলি জেলার চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোয় সাংবাদিকদের পাশ বিতরণ অনুষ্ঠানে পুলিশের ভরসা ছিলেন তিনিই। তার কথার প্রতিটি মোচড়ে ছিল অভিজ্ঞতা আর সমাধানের আলো। দীর্ঘদিন আজকাল পত্রিকা-সহ নানা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নীলরতন বাবু। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ হুগলি জেলা সাংবাদিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

নাবালিকা ধর্ষণে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: নাবালিকা ধর্ষণে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বারাসত বিশেষ পক্স আদালতের বিচারক। ২৯ জুন ২০২২ সালে, হাবরা থানায় ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে দিনের পর দিন বাড়ি মালিকের বিশেষ ব্যাধি সম্পন্ন নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণ করে ভাড়াটিয়া সুজন দে। দিনের পর দিন সুজনের পৈশাচিক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে নাবালিকা কন্যা তঁার পরিবারকে জানায়। পরবর্তীতে হাবরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত ভাড়াটে সুজন দে। পুলিশি তদন্তে সুজনের স্বীকারোক্তি এবং মেডিক্যাল রিপোর্ট স্পষ্ট হয় কন্যাসম নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছেন তিনি। মঙ্গলবার দীর্ঘ তিন বছর পর সমস্ত তথ্য প্রমাণ ও সাক্ষীর ভিত্তিতে অভিযুক্ত ভাড়াটিয়া সুজন দের আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বারাসত বিশেষ পক্স আদালতের বিচারক।

কোলিয়ারির সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: কুনুস্তোড়িয়া কোলিয়ারি সমবায় নির্বাচনে, তৃণমূল কংগ্রেস-সমর্থিত আইএনটিটিইউসি-অনুমোদিত কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল। সূত্রের খবর, সমবায় নির্বাচন ৩১ জুলাই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, যার জন্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া দুই দিন ধরে চলেছিল। কিন্তু মঙ্গলবার মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত অন্য কোনও শ্রমিক সংগঠন মনোনয়ন দাখিল করেনি। ফলস্বরূপ, কেকেএসসি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুরো বোর্ড দখল করে।

এই বিষয়ে, টিএমসি নেতা প্রেমপাল সিং বলেন, 'যে এই জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁদের নেতৃত্বে বাংলায় যেভাবে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে তারই জয়। তিনি বলেন যে কোনও বিরোধী দল এখানে মনোনয়ন দাখিল করতে আসেনি। যদিও তৃণমূলের কোনও বিরোধিতা ছিল না, মনোনয়ন দাখিলে কাউকে বাধা দেওয়া হয়নি, তবুও কোনও বিরোধী দল মনোনয়ন দাখিল করেনি, যার কারণে ৯ জন প্রার্থীই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।'

নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের ইউনিয়ন রুমে ঝুলল তালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: ইউনিয়ন রুমে তালার উপরে তালা ঝুলল নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজে। কলেজ প্রিন্সিপাল শ্রীকান্ত সামন্তের উপস্থিতিতেই তালা ঝোলানো হয়। তিনি জানান, 'নির্দেশ মেনে আগেই তালা ঝোলানো হয়েছিল। সোমবার আরও একটি তালা ঝোলানো হল। যতদিন না আর কোনও নির্দেশ আসে, দু'টো তালাই ঝুলবে।' কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা অবশ্য জানান, হাইকোর্ট যা বলবে, তা সব সময়েই শিরোধার্য। তাঁরাও চান, শিঘ্রই ভোট হোক কলেজগুলিতে। কলকাতা হাইকোর্টের স্পষ্ট বার্তা, আগে ছাত্র সংসদের ভোট হোক, তার পরে ইউনিয়ন রুমে প্রবেশ। কলেজগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদের ভোট হয় না। অভিযোগ, ইউনিয়ন রুমগুলি অপরাধের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে। বিরোধীদের দাবি, আনুগত্যের রাজনীতি আর মৌরসিপাট্টা চালাতেই ইচ্ছাকৃত ভোট করানো হয় না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। বিকাশ ভবনের তথ্য বলছে, কলকাতা, বর্ধমান, বিদ্যাসাগর, উত্তরবঙ্গ এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে শেষ ছাত্র ভোট হয়েছিল ২০১৭ সালে।

সরকারি প্রকল্পের আলমারির মাথায় জুতো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: একে সরকারি প্রকল্পের নথি রাখার আলমারি। তার উপর পাশে লাগানো একটি রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বলিত ক্যালেন্ডার। আলমারিতে সাঁটা রামকৃষ্ণ, সারদা মা আর বিবেকানন্দের ছবির স্টিকার। আর সেই আলমারির উপরেই দেখা গেল একজোড়া জুতো। তবে কে বা কারা এই কাজ করলো তা জানা যায়নি। সোমবার এই দৃশ্য দেখা গিয়েছে হাওড়ার বাগনান ২ নং ব্লকে। জানা গিয়েছে, মূল প্রশাসনিক ভবন লাগোয়া পঞ্চায়েত সমিতির বিল্ডিংয়ের নীচের তলায় মহিলা পরিচালিত ক্যান্টিনের পাশের ঘরে সাসফাউ দপ্তরের আলমারিতে দেখা গিয়েছে এই দৃশ্য। আর এতেই বেজায় ক্ষুব্ধ ওই দপ্তরে আসা সাধারণ মানুষ।

মেগা ফ্লেক্স প্লাস্টিকস লিমিটেড
CIN : L25209WB2003PLC097273
রেজি. অফিস : ৪, হো চি মিন সরণি, স্যুট -২এ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ
ওয়েবসাইট : www.megaflex.co.in **ইমেল আইডি :** info@megaflex.in
ফোন নং : +৯১ ৩৩ ৪০২৯ ৩৪৯৪

২১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যাদির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, যে মেগা ফ্লেক্স প্লাস্টিকস লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যগণের ২১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") **বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই ২০২৫ তারিখে বেলা ১২.৩০টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") /অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস ("ওএভিএম") এবং সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ স্থানে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট রুল ("আইন") অধীনে, ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ("লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫") তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") কর্তৃক ইস্যুকৃত (যৌথভাবে উল্লেখ্য 'এমসিএ সার্কুলারস') এবং সেবি সার্কুলার তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩, অনুযায়ী কোম্পানির ২১তম এজিএম সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য। সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট এজিএম অংশগ্রহন বা যোগদান করতে পারবেন ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এনএসডিএল কর্তৃক সুবিধাদি মারফত তাদের রিমোট ই-ভোটিং লগইন জীবনপঞ্জি এবং নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলি অনুযায়ী। সদস্যগণ এজিএম যোগ দিতে পারবেন ভিসি/ওভিএম মাধ্যমে এবং তাদের কোরামের জন্য গণনা করা হবে সংশ্লিষ্ট আইনের ১০৩ ধারা অধীনে।

এমসিএ সার্কুলারস এবং সেবি সার্কুলারস অনুযায়ী কোম্পানি ২১তম এজিএম নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, মঙ্গলবার ০৮ জুলাই ২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস এর নিকট নথিভুক্ত রয়েছে শুক্রবার ০৪ জুলাই ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত। ২১তম এজিএম নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://megaflex.co.in/general-meeting, https://megaflex.co.in/annual-report/** থেকে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলি যেমন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** থেকেও পাওয়া যাবে।

অধিকন্তু, যেসব শেয়ারহোল্ডারদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত নয় তাদের জন্য সংশোধিত তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ, ২০১৫ অনুসারে, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ওয়েব-লিঙ্ক সহ একটি চিঠি পাঠানো হবে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ কোথায় পাওয়া যাবে তা উল্লেখ থাকবে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ এর প্রকৃত কপি শুধুমাত্র সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যারা বিশেষভাবে এটির জন্য অনুরোধ করবেন, তবে, আমরা শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইলের মাধ্যমে কোম্পানির যোগাযোগ গ্রহণ করে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করছি।

এজিএমতে রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং

সংশ্লিষ্ট আইনের ১০৮ ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ সংস্থান অধীনে এবং লিস্টিং রেগুলেশনস অ্যান্ড সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস রেগুলেশনস ৪৪ অধীনে কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরিজ লিমিটেড (এনএসডিএল) এর পরিষেবা প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রাক এজিএম ("রিমোট ই-ভোটিং") এবং ই-ভোটিং এজিএম-এ সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের জন্য ২১তম এজিএমের নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ সম্পাদনের জন্য।

এজিএম-এ যোগদান এবং ই-ভোটিং অধিকার উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য এর কাট অফ ডেট ই-ভোটিংয়ের জন্য	:	বৃহস্পতিবার ২৪ জুলাই ২০২৫
রিমোট ই-ভোটিং শুরু	:	সকাল ৯টায় (আইএসটি) সোমবার, ২৮ জুলাই ২০২৫
রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্ত	:	বিকেল ৫টায় (আইএসটি) বুধবার ৩০ জুলাই ২০২৫

যেসকল সদস্য এজিএম চলাকালীন বা তার পূর্বে সহায়তা পেতে চান তারা কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিকের সঙ্গে **info@megaflex.in** মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। সদস্যগণকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়গুলি সতর্কতার সঙ্গে পড়তে এবং বিশেষত এজিএমতে যোগদানের জন্য নির্দেশাবলিগুলি বিশেষভাবে পড়তে এবং এজিএম তে রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদানের নিয়মকানুন পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেগা ফ্লেক্স প্লাস্টিকস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শ্বেতা সিংঘী
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০৭.২০২৫

বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কলকাতা

০৯ জুলাই ২০২৫

পুরাতন গাড়ী বিক্রয়

অত্র মিশনের নিম্নবর্ণিত পুরাতন গাড়ী বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের (প্রিভিলেজড বা নন-প্রিভিলেজড) নিকট হতে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছেঃ
ব্রান্ড ও মডেলঃ টয়োটা ইনোভা (২.৫ ভি/ই-৪);
সালঃ ২০১৩; কন্ডিশনঃ চালু; মাইলেজঃ ২,১৫,৪৪৭ কিঃমিঃ;
এক্সটেরিয়রঃ সিল্কি গোল্ড মেটালিক; ইন্টিরিয়রঃ অফ-হোয়াইট; ২৪৯৪ সিসি ইঞ্জিন
শর্তাবলীঃ
০১) ক্রেতা যদি শুল্কমুক্ত সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি না হন তবে তাঁকে গাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক পরিশোধ করতে হবে;
০২) কোন দরপত্র গৃহীত হওয়ার পর অত্র মিশন হতে উক্ত দরপত্রদাতার অনুকূলে এ সংক্রান্ত পত্র ইস্যু করা হবে এবং নির্ধারিত দরপত্রদাতাকে এ সংক্রান্ত সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নপূর্বক পত্র ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বর্ণিত গাড়ী গ্রহণ করতে হবে।
দরপত্র আগামী ২২ জুলাই ২০২৫ বিকাল ৫টার মধ্যে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কার্যালয়ে জমা দেয়া যাবে। আগামী ১০ জুলাই ২০২৫ তারিখ থেকে অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ১০.০০ - বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত) উক্ত গাড়ী পরিদর্শন করা যাবে। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন: +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬। ফ্যাক্স: + ৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
ই-মেল: share.dept@bata.com । ওয়েবসাইট: www.bata.in

নোটিশ

ক) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) উল্লেখ্য জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, নং ২/২০২২, নং ১০/২০২২, নং ০৯/২০২৩ এবং নং ০৯/২০২৪ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, যথাক্রমে (পরবর্তীতে যৌথভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসেবে উল্লিখিত) এবং তৎসহ পঠিত সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, নং SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, নং SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 এবং নং SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ১২ মে ২০২০, ১৫ জানুয়ারি ২০২১, ১৩ মে ২০২২, ৫ জানুয়ারি ২০২৩, ৭ অক্টোবর ২০২৩ এবং ৩ অক্টোবর ২০২৪ যথাক্রমে (পরবর্তীতে যৌথভাবে সেবি সার্কুলার এবং তৎসহ এমসিএ সার্কুলার উল্লেখ্য সার্কুলার হিসেবে উল্লিখিত) অধীনে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে এজিএম স্থলে সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত অনুমোদিত এবং যথাক্রমে **৯২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা(এজিএম) বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেডের (কোম্পানি) অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার ১২ আগস্ট ২০২৫ সকাল ১১ টায় আইএসটি,** ভিসি বা ওএভিএম মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সার্কুলারসমূহের অনুসরণে, সম্পর্কিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান (সংশোধিত মতে) (আইন) এবং সংশ্লিষ্ট রুলস অধীনে এবং সেবি(লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)রেগুলেশনস ২০১৫ (সংশোধিত মতে) (লিস্টিং রেগুলেশনস) অধীনে।

খ. সার্কুলার অনুসারে, ৯২তম বার্ষিক সাধারণ সভার আহ্বানের নোটিশ (**"বিজ্ঞপ্তি"**) এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনের সফট কপি (**"বার্ষিক প্রতিবেদন"**) কেবলমাত্র সেই সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (গণ) / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ") অর্থাৎ মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) এর সাথে নিবন্ধিত। যেসব শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা উপরে উল্লিখিত হিসাবে নিবন্ধিত নয় তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হবে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ উপলব্ধ রয়েছে তার সঠিক পথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক প্রদান করা হবে। ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার আহ্বানের নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পদ্ধতি নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সরবরাহ করা হবে।

গ. যেসব সদস্যের শেয়ার ভৌতভাবে আছে অথবা যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তারা ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের পর ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন, নিম্নলিখিত নথিগুলি কোম্পানির কাছে share.dept@bata.com ঠিকানায় অথবা আরটিএ rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com ঠিকানায় পাঠিয়ে।

১. স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের স্ক্যান করা কপি, যেখানে নাম, ফোলিও নম্বর / ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং ধারণকৃত শেয়ারের সংখ্যা এবং সম্পূর্ণ ডাক ঠিকানা উল্লেখ থাকবে;
২. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি; এবং
৩. যেকোনো নথির স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি (যেমন আধার কার্ড / সর্বশেষ বিদ্যুৎ বিল / সর্বশেষ টেলিফোন বিল / ড্রাইভিং লাইসেন্স / পাসপোর্ট / ভোটার আইডি কার্ড / ব্যাংক পাসবুকের বিবরণ) যা তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের পক্ষে নিবন্ধিত সদস্যের ডাক ঠিকানার সমর্থনে থাকবে।

যেসব সদস্যের শেয়ার বাস্তবে রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই কোম্পানি / আরটিএ-তে নিবন্ধিত বৈধ ই-মেইল ঠিকানা রয়েছে, তাদের এই বিষয়ে আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ঘ. **ভৌত শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ :** বিনিয়োগকারীদের পরিষেবা অনুরোধের উপর ৭ মে, ২০২৪ তারিখের সেবি মাস্টার সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 এবং ১০ জুন, ২০২৪ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD1/P/CIR/2024/81 অনুসারে, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সেবি সার্কুলারের সাথে একত্রে পঠিত, শেয়ারহোল্ডারদের (ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী) লভ্যাংশ কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদান করা হবে। প্যান, যোগাযোগের বিবরণ, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর আরটিএ-এর নিকট প্রদানের পরেই এই অর্থ প্রদান করা হবে।

সদস্যরা কোম্পানির ওয়েবসাইট, অর্থাৎ www.bata.in-এ "Relation>Investor Information" ট্যাবে উপলব্ধ প্যান, কেওয়াইসি বিবরণ (ব্যাংক ম্যান্ডেট সহ) এবং ভৌত সিকিউরিটিজ ধারকদের মনোনয়ন সম্পর্কিত সেবি সার্কুলারগুলি দেখতে পারেন, অথবা আরটিএ -এর ওয়েবসাইট, অর্থাৎ www.in.mpms.mufg.com-এ "Resources >Downloads > Circulars". ট্যাবে উপলব্ধ। অতএব, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা অনুগ্রহ করে সেবি সার্কুলারগুলি মেনে চলুন।

ঙ. **ডিম্যাট মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং ব্যাংক ম্যান্ডেট সরাসরি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে আপডেট করা উচিত।**

চ. তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪২ নং ধারা অনুসারে, চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে রেকর্ড তারিখ শুক্রবার, ১ আগস্ট, ২০২৫। আয়কর আইন, ১৯৬১ ("আইটি আইন") -এ অর্থ আইন, ২০২০ দ্বারা ১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ থেকে প্রবর্তিত পরিবর্তন অনুসারে, কোনও কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বা বিতরণ করা লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে। তদনুসারে, উক্ত বিধান মেনে, কোম্পানি উৎসে কর (টিডিএস) কাটার পরে (যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়) লভ্যাংশ প্রদান করবে। প্রতি শেয়ারহোল্ডারের আবাসিক অবস্থা এবং তাদের দ্বারা জমা দেওয়া এবং কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত যোগ্য নথির উপর নির্ভর করে উইথহোল্ডিং ট্যাক্সের হার পরিবর্তিত হবে। সদস্যদের এতদ্বারা আইটি আইন এবং এই বিষয়ে নোটিশটি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সদস্যদের এই বিষয়ে কোম্পানি কর্তৃক করা যোগাযোগটিও উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণভাবে, টিডিএসের প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলার জন্য, সদস্যদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে আবাসিক অবস্থা, প্যান এবং আইটি আইন অনুসারে বিভাগের মতো বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অথবা যদি শেয়ারগুলি ভৌতভাবে রাখা হয়, তাহলে কোম্পানি / আরটিএ-তে আপডেট করতে হবে।

ছ. নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bata.in-এ পাওয়া যাবে এবং যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, সেখানেও পাঠানো হবে, যাতে তারা তাদের নিজ নিজ ওয়েবসাইটে যেমন www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com-এ তা প্রচার করতে পারে।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: গুরুগ্রাম
তারিখ: ৮ জুলাই, ২০২৫

হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লি
CIN : L17125WB1983PLC036209
রেজি অফিস : তৃতীয় তল, ইউনিট ডি, ৩, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা - পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬৯
ইমেল আইডি : info@hindusthancreditcapital.com
ওয়েবসাইট : www.hindusthancreditcapital.com

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে মেসার্স হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেডের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা) ২রা আগস্ট, ২০২৫ তারিখে শনিবার, সকাল ১১৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্স / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে ("ওএভিএম") এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি শেয়ারহোল্ডারদের কাছে অনুমোদিত মোডে প্রেরণ করা হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindusthancreditcapital.com-এও পাওয়া যাবে।

ই-ভোটিং - কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর বিধান অনুসারে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ২০১৫ এর সাথে সম্পর্কিত, কোম্পানি তার সদস্যদের ৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলিতে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে সভার স্থান (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুযোগ প্রদান করছে। কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা আয়োজিত ই-ভোটিং সুবিধাটি ব্যবহার করেছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে রিমোট ই-ভোটিং বুধবার, ৩০ জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং শুক্রবার, ১ আগস্ট, ২০২৫ বিকাল ৫টায় শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না এবং তারপরে ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। ২৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে, কাট-অফ ডেট হিসাবে, ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসায় (গুলি) তে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

সদস্য/উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে যাদের নাম ২৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে উল্লেখিত থাকবে, শুধুমাত্র তারাই ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং/ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

সভার নোটিশ পাঠানোর পর এবং ২৬.০৭.২০২৫ তারিখে শেয়ারধারী যে কোনও ব্যক্তি helpdesk.evoting@nsdlindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০-এ যোগাযোগ করতে পারেন। ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি সভার নোটিশেও দেওয়া আছে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindusthancreditcapital.com এবং এনডিএসএল ওয়েবসাইট www.nsdlindia.com-এ পাওয়া যাবে। যদি সদস্যটি ইতিমধ্যেই এনএসডিএল ই-ভোটিং-এ নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা সভায় যোগ দিতে পারবেন কিন্তু সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি এবং ব্যক্তিগতভাবে বা প্রক্সির মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকেন তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট/পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। ই-ভোটিং সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সমস্যার জন্য অনুগ্রহ করে বার্ষিক সাধারণ সভায় উল্লেখিত ই-ভোটিং নির্দেশাবলী দেখুন অথবা এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com দেখুন। যেকোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা evoting@nsdl.co.in এ উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা নির্ধারিত ইমেল আইডি অর্থাৎ helpdesk.evoting@nsdlindia.com ই-ভোটিং হেল্পডেস্কে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন নিচের ঠিকানায়, টেলিফোন নম্বর অলঙ্কিত অ্যাসাইনমেন্ট লিমিটেড, ১ই/১৩, ঝান্ডেওয়ালান এক্সটেনশন, নয়াদিল্লি ১১০০৫৫, টেলিফোন ০১১-৪২৫৪১২৩৪, ওয়েবসাইট www.alankit.com।

বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর আগে/সময় লগইন করার সময় যেকোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন সদস্যরা evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ নম্বরে কল করে এনএসডিএল হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
পুনম শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ ০৯.০৭.২০২৫
স্থান গ্রেটার নয়ডা

কারিচা-উকলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
নিবন্ধন সংখ্যা 88 HG, **তারিখ** 13.03.1960
গ্রাম- উকলী, ডাকঘর- কারিচা, ব্লক- পোলবা-দাদপুর, জেলা- হুগলী

স্মারক নং-04/ARO/PACS/KARICHA/2025 **তারিখ** - 04.07.2025

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন এবং বিশেষ সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কারিচা-উকলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরেজি ২৬.০৭.২০২৫ তারিখ, শনিবার সকাল ১১.০০ টায় কারিচা-উকলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয়ে নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন পরিশেষে বিশেষ সাধারণ সভা সংঘটিত হবে। উক্ত পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনে সমিতিরি সকল নির্বাচক সদস্য/ সদস্যাগণকে উপস্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশন রেগুশলেন ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন তথা বিশেষ সাধারণ সভায় যোগদান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নির্বাচন ক্ষেত্রভিত্তিক পরিচালক মন্ডলীর আসন সংখ্যা, নির্বাচনী নির্ঘন্ট ও নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হলো।

স্বা /- অভিজিৎ কর্মকার
সমবায় সমিতি সমূহের পরিদর্শক
পোলবা-দাদপুর সমষ্টি উন্নয়ন

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ঃ-
১. নির্বাচন ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি ও উপবিধিতে উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য/ সদস্যার যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পদের জন্য তারা প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

নির্বাচন ক্ষেত্র নং	নির্বাচন ক্ষেত্রাধীন গ্রাম / মৌজা	ভোটার সংখ্যা	পরিচালকমণ্ডলীর পদের সংখ্যা (এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হবেন)
১	কারিচা, উকলী, কচুয়া	৫০৫	**সর্বমোট ৯(নয়) জন** [তন্মধ্যে **২(দুই)** জন মহিলা (সংরক্ষিত পদ), **১(এক)** জন তপশিলি জাতি/ উপজাতি এর অন্তর্গত (সংরক্ষিত পদ)]*

*** In accordance with the Cooperative Election Commission Circular: Memo No. 1423-CEC/IV-01/2012-13 Dated: 17.07.2017**
সর্বমোট নির্বাচন ক্ষেত্রের সংখ্যা **১ (এক) টি**, মোট ভোটার সংখ্যা **৫০৫ জন** এবং সর্বমোট পরিচালকমণ্ডলীর পদের সংখ্যা **৯ (নয়)** জন।
২. নির্বাচন ক্ষেত্রে যতজন অনুমোদিত পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন, ভোট-পত্রে(ব্যালট পেপারে) অনধিক ততগুলি ভোট দিতে হবে।
৩. নির্বাচন-সূচী

ক্র. নং.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ	১২.০৭.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
২	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	১২.০৭.২০২৫	দুপুর ১২টা থেকে ৩টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১৪.০৭.২০২৫	দুপুর ১২টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৪.০৭.২০২৫	মনোনয়ন পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	১৫.০৭.২০২৫	দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার-পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৫.০৭.২০২৫	দুপুর ৩টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৭	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	২৬.০৭.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৮	ভোট গণনা	২৬.০৭.২০২৫	ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৯	ভোটের ফল প্রকাশ	২৬.০৭.২০২৫	ভোট গণনার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ

৪. সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সর্বনিম্ন ১৯ বছর হতে হবে এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সমিতিতে সেই ব্যক্তির সদস্যপদের বয়স সর্বনিম্ন এক বছর হতে হবে। সমিতির কোনো ঋণ-খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া প্রার্থীর পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৮ সি (১০) ও সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ এর নিয়ম ৪২(সংশোধনী সহ) এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচনী আয়োগ এর রেগুশলেন ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৫. মনোনয়নপত্র গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক (কেবলমাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।
৬. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমান হিসাবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহের মধ্যে যে কোনো একটি নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৭. কোনো কারণে কোনো সদস্য/ সদস্যা এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে অবহিত না হতে পারলে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণপত্র নিয়ে ভোট-দান করতে পারবেন।
৮. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থক-কে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/ সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক/ সমর্থক হতে পারবেন না।
৯. প্রার্থী মনোনয়নপত্রে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
১০. সংরক্ষিত তপশিলি জাতি/ উপজাতি আসনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তার তপশিলি জাতি/ উপজাতি সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট শংসাপত্রের কপি প্রদান করতে হবে।
১১. সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যাগণকে উক্ত সভায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারি বিধি মেনে চলার অনুরোধ করা হচ্ছে।
১২. কোনো সদস্য/ ভোটার/ প্রার্থী যে কোনা বিষয়ে অবগত হতে চাইলে তাকে সমিতিরি কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

স্বা /- অভিজিৎ কর্মকার
সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
কারিচা-উকসী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্র লক্ষ্মীপুর

পুলিশের গাড়ি, একাধিক দোকান ভাঙচুর, আটক ১০

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুটি মিছিলের আগে যাওয়াকে কেন্দ্র করে তুমুল সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ইংরেজবাজার থানার নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর বাজারপাড়া এলাকা। মঙ্গলবার গোলমাল থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ইংরেজবাজার থানার কর্মরত এক সিভিক ভলান্টিয়ার। হামলাকারীরা ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের মাথা ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, পুলিশের একটি চার চাকার গাড়িও ভাঙচুর চালানো হয়েছে। পরে ইংরেজবাজার থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ইতিমধ্যেই এই হামলার ঘটনায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে পুলিশ ১০ জনকে আটক করেছে। বাকি হামলাকারীদের খোঁজ শুরু করেছে ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ।

এদিকে, এই সংঘর্ষের ঘটনায় লক্ষ্মীপুর বাজারপাড়া এলাকার রাজ্য সড়কের ধারে অবস্থিত একাধিক দোকান ঘর ভাঙচুর ও লুঠপাট চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি বেশ কিছু টোটো, অটো এবং মোটরবাইকও ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে আতঙ্কে বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীরা দোকান ও বাড়িতে তালা মেরে এলাকা থেকে পালিয়ে গিয়েছে। শনিবারের এই গোলমালের সূত্রপাত হলেও, গত দু'দিন ধরে সংঘর্ষ বড় আকার নিয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে স্থানীয় গ্রামবাসী থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার দু'টি মিছিলকে ঘিরেই মূলত দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই আচমকা মারামারি শুরু হয়। ওই দুটি মিছিলের থাকা সদস্যরা কে আগে সামনে যাবে, তা নিয়েই শুরু হয় প্রথমে তর্কাতর্কি। আর তার থেকেই সংঘর্ষে পরিণত হয়। গত দুই দিন ধরে রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে লক্ষ্মীপুর বাজারপাড়া এলাকা। মঙ্গলবার সকালে এলাকায় গোলমাল থামাতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হামলার মুখে পড়ে পুলিশ কর্মীরা। ইংরেজবাজার থানায় কর্মরত এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মাথা ফাটিয়ে দেয় হামলাকারীরা বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে দুষ্কৃতীদের ধরতে গেলে পুলিশের একটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। এলাকার একাংশ বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দুই গোষ্ঠীর গোলমালের ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অনেক দোকান ভাঙচুর করে লুঠপাট করা হয়েছে। বাড়ি ঘরে ঢুকে হামলা চালানো হচ্ছে। অনেকদিন ধরে এমন ঘটনা ঘটলেও পুলিশের কোনও ভূমিকায় লক্ষ্য করা যায়নি। এলাকার আশেপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজেও অপরাধীদের তাণ্ডব ধরা পড়েছে। তারপরেও কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। এদিন সকালে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। একদল দুষ্কৃতী হাতে অস্ত্র, বাঁশ, লাঠি নিয়েই রাস্তার ধারে থাকা কিছু দোকান ভাঙচুর করে ঘর বাড়িতে হামলা চালানো হয়। সেই সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ অভিযানে এলে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'পুলিশের উদাসীনতার কারণেই দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থেকে দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালাচ্ছে। এমনকি পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর ও হামলা করা হচ্ছে। অবিলম্বে অপরাধীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করুক পুলিশ।' জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি শুভময় বসু বলেন, 'বিজেপির উস্কানিতেই এই ধরনের গোলমাল হচ্ছে। মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। পুলিশ অপরাধীদের ধরতে সব রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।' ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, 'ইতিমধ্যে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। অপরাধীদের চিহ্নিত করে ধরপাকরের অভিযান চালানো হচ্ছে।'

বিপজ্জনক অবস্থায় শালি নদীর ব্রিজ

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রামপুর সতীঘাট শালি নদীর ওপরে থাকা ব্রিজটি গত বর্ষায় ভেঙে যায় অর্থাৎ মাঝের অংশ বসে এই মুহূর্তে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভাঙা ব্রিজ দিয়েই যাতায়াত করছেন। যে কোনও মুহূর্তেই প্রাণহানির মতো বড় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি প্রায় এক মাস ধরে বাঁকুড়া জেলায় বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে, যার জেরে শালি নদীতে বেড়েছে জলস্তর। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে প্রত্যেকের একটাই দাবি, অতি দ্রুত প্রশাসন এই ব্রিজ সংস্কারের কাজ শুরু করুক। এই মুহূর্তে সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্কুল পড়ুয়াদের এবং রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের। প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি গ্রামের সাধারণ মানুষদের গত এক বছর ধরে এই ভাঙা ব্রিজের উপর দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত করতে হচ্ছে। পিয়ারবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষদের ও ধুলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু এলাকার সাধারণ মানুষদের এই ব্রিজ দিয়ে নিত্যদিন বিভিন্ন প্রয়োজনে যাতায়াত করতে হয়। অন্যদিকে, রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সাধারণ মানুষদের পিয়ারবেড়া ধুলাই পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয়। ফলে যাতায়াতের সময় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। স্থানীয় বাসিন্দা ও স্কুল পড়ুয়ারা জানাচ্ছেন, অতি দ্রুত এই ব্রিজ সংস্কারের কাজ শুরু করুক প্রশাসন। শালি নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে যে কোনও মুহূর্তেই প্রাণহানির মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। রামপুর সতীঘাট শালি নদীর ব্রিজের ভগ্নদশার কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসূয়া রায়। তিনি জানান, 'সোনামুখীর রামপুর সতীঘাট শালি নদী ব্রিজের ভগ্নদশার কথা জানানো হয়েছে পিডব্লিউডি-কে। কোনও সদুত্তোর আসলে সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনের নজর থাকবে ওই সেতুতে।'

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা: ১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সত্যজিৎ চৌধুরি, ই-মেইল আইডি: satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) ও ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৫.০৭.২০২৫
সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং. ০১

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৫.০৭.২০২৫** তারিখে **৪২,৭০,৬৩৫/- টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শত পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র) ২২.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সুদ গণনা অন্তর্ভুক্ত সহ** এরপর ভবিষ্যৎ সুদ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে **শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জি, পিতা চিত্তরঞ্জন মুখার্জি,** ঠিকানা - ১) সুভাষ নগর, পোঃঅঃ এবং থানা - আদ্রা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১২১, ২) প্রযত্নে গগনাবাদ হাই স্কুল, পোঃঅঃ- গগনাবাদ, পুরুলিয়া, থানা- আদ্রা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২৩১২১, ৩) ফ্ল্যাট নং ২০২, দ্বিতীয় তল, মৌজা- মাঠকল, প্রেমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গাড়ুই, পোঃঅঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা-৭০০০৬৫ **এবং ৪)** ফ্ল্যাট নং ২০১, দ্বিতীয় তল, মৌজা- মাটকাল, প্রেমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গাড়ুই, পোঃঅঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা-৭০০০৬৫ -এর বকেয়া আছে।

সম্পত্তি নং ১ : রিজার্ভ মূল্য হবে- **১৯,৫০,০০০.০০ টাকা**, বায়না জমা হবে **১,৯৫,০০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **২০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি নং ২ : রিজার্ভ মূল্য হবে- **১৭,৯০,০০০.০০ টাকা**, বায়না জমা হবে **১,৭৯,০০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **২০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০১, ২য়তলে, উত্তর পশ্চিম দিকে, উক্ত ফ্ল্যাটের পরিমাণ আনুমানিক ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি , ২ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং, ১ ব্যালকনি , ১ টয়লেট, এবং অবিভক্ত সম্পত্তি জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখল সহ উক্ত ভবনে, মৌজা : মাঠকল, আরএস দাগ নং ৮৪২, আরএস খতিয়ান নং ২৭১, জেএল নং ১৫, আরএস নং ১৭১, তৌজি নং ১৬০/১৬২, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্টার কাশীপুর, দমদম এবং হোল্ডিং এবং প্রেমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গাড়ুই, পো : রবীন্দ্র নগর, থানা : দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫ , দক্ষিণ দমদম পুরসভা, ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৮৯২৩৯ থেকে ৩৮৯২৬৬, **দলিল নং ১৫০৬১৩৪৫১-২০২৩ সালের। সম্পত্তির মালিক শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জি।**
সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০২, ২য়তল, উত্তর পশ্চিম দিকে, উক্ত ফ্ল্যাটের পরিমাণ আনুমানিক ৬০০ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, ১ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং, ১ টয়লেট, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ উক্ত ভবনে, মৌজা : মাঠকল, আরসে দাগ নং ৮৪২, আরএস খতিয়ান নং ২৭১, জেএল নং ১৫, আরএস নং ১৭১, তৌজি নং ১৬০/১৬২, অতিরিক্ত জেলা সাব-কাশীপুর, দমদম, হোল্ডিং তথা প্রেমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গাড়ুই, পো: রবীন্দ্র নগর, থানা : দমদম, কলকাতা : ৭০০০৬৫, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **স্বত্ব দলিল নং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৬/২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৯১২২৭ থেকে ৩৯১২৫৪ , দলিল নং ১৫০৬১৩৫০৯-২০২৩ সালের। সম্পত্তি শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জির নামে।**

পরিদর্শনের তারিখ: ১৮.০৭.২০২৫ | বাস্তবিক দখল | যোগাযোগ নং ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

তারিখ: ০৯.০৭.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ জে সি বোস রোড শাখা
১১৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৭.০৪.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা **(১) মেসার্স লালতা প্রসাদ শাউ এবং কোং (ঋণগ্রহীতা)** ঠিকানা - ১১/১এ, নাথের বাগান স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৫২। **আরও ঠিকানা** - ৬পি/১, সৎচাষি পাড়া রোড, থানা - কাশীপুর, ওয়ার্ড নং ১, কলকাতা - ৭০০০০২। **(২) শ্রী জয় কিশোর গুপ্তা,** পিতা প্রয়াত লালতা প্রসাদ গুপ্তা **(স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা, বন্ধকদাতা)** ঠিকানা - ৬পি/১, সতচাসি পাড়া রোড, থানা - কাশীপুর, ওয়ার্ড নং ১, কলকাতা - ৭০০০০২। **(৩) শ্রীমতী আশা গুপ্তা** পিতা হুইটলাল গুপ্তা এবং স্বামী শ্রী জয় কিশোর গুপ্তা **(জামিনদাতা)** ঠিকানা - ৬পি/১, সতচাসি পাড়া রোড, থানা - কাশীপুর, ওয়ার্ড নং ১, কলকাতা - ৭০০০০২। লোন সুবিধাদি **এ জে সি বোস রোড শাখা** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৮,৬৮,৮২,১৪১.০০ টাকা (আট কোটি আটষট্টি লাখ বিরাশি হাজার একশ একচল্লিশ টাকা)** এনপিএ ঘোষণার তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এ জে সি বোস রোড শাখার** নিকট বকেয়া **৭,৭৩,৫৫,৪৫০.০০ টাকা** (সাত কোটি তিয়াত্তর লাখ পঞ্চান্ন হাজার চারশ পঞ্চাশ টাকা) **০৬.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ২ কাঠা ৮ ছটাক ২০ বর্গফুট জমি এবং তৎসহ তিন তলা আরসিসি নির্মাণ বসবাসের ভবন সারদা ভিলা, **শ্রী জয় কিশোর গুপ্তা,** পিতা প্রয়াত লালতা প্রসাদ গুপ্তার নামে, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬পি/১, সৎচাষীপাড়া রোড, থানা: কাশীপুর, ওয়ার্ড নং ১, বরো নং ১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : কলকাতা, পিন : ৭০০০০২, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৬/এম/১, সৎচাষীপাড়া রোড; দক্ষিণে : শ্রী দাশগুপ্তর সম্পত্তি; পূর্বে : প্রেমিসেস নং ৭এ, সৎচাষী পাড়া রোড, পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া সৎচাষীপাড়া রোড।

তারিখ : ০৭.০৭.২০২৫/স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এসএমই ফিনান্স শাখা
৭, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৬.০১.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা (১) মেসার্স সুমন জয়সওয়াল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা লাল চন্দ্র জয়সওয়াল, ঠিকানা ২য় তল, ৬/ই সুরা সেকেন্ড লেন, ফুলবাগান, কলকাতা - ৭০০০১০ **আরও ঠিকানা** - ২০, শক্তিকুঞ্জ, রাউন্ড ট্যাঙ্ক লেন, মল্লিক ফটক টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বিপরীতে, হাওড়া - ৭১১১০১। **এবং আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১এ, প্রেমিসেস নং ৬সি, সুরা সেকেন্ড লেন, থানা - ফুলবাগান, কলকাতা - ৭০০০১০। **(২) রাজ কুমার জয়সওয়াল** পিতা প্রয়াত ঘমন্ডি জয়সওয়াল, ঠিকানা - ২য় তল, ৬/ই সুরা সেকেন্ড লেন, ফুলবাগান, কলকাতা - ৭০০০১০ **আরও ঠিকানা** - ২০, শক্তিকুঞ্জ, রাউন্ড ট্যাঙ্ক লেন, মল্লিক ফটক টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বিপরীতে, হাওড়া - ৭১১১০১। **এবং আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১এ, প্রেমিসেস নং ৬সি, সুরা সেকেন্ড লেন, থানা - ফুলবাগান, কলকাতা - ৭০০০১০। লোন সুবিধাদি **এসএমই ফিনান্স শাখা** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৫,৮৫,৫৭১.০০ টাকা** (পনের লাখ পঁচাশি হাজার পাঁচশ একাত্তর টাকা) এনপিএ ঘোষণার তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএমই ফিনান্সি শাখার** নিকট বকেয়া **১৫,৮৫,৫৭১.০০ টাকা** (পনের লাখ পঁচাশি হাজার পাঁচশ একাত্তর টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ১৪ বর্গফুট জমি এবং তৎসহ পাকা নির্মাণ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬-ই, সুরা সেকেন্ড লেন, থানা : ফুলবাগান, কলকাতা : ৭০০০১০, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৩৩, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কেএমসি অ্যাসেসি নং ১১০৩৩১৮০০২১১, চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, পূর্বে : অংশত প্রেমিসেস নং ৫এ, সুরা সেকেন্ড লেন, অংশত ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং অংশত ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং অংশত হোল্ডিং নং ৪, দক্ষিণে : সোসাইটির প্লট নং ৭, পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১এ, (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে), ২য়তলে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৫০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট, ২ বেডরুম, ২ টয়লেটস, বারান্দা, ডাইনিং তথা খোলা কিচেন , সিঁড়ি ফ্ল্যাট এরিয়ার মধ্যে এবং ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অর্থাৎ ঢাকা এরিয়া সিঁড়ি অন্যান্য সকলের ব্যবহারের এরিয়া ইত্যাদি সহ এবং সকলের ব্যবহারের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির চাতালে এরিয়ার এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে উপরে বর্ণিত প্রথম তপশিল অনুযায়ী।
বন্ধকদাতা/স্বত্বাধিকারীরর নাম : শ্রীমতি সুমন জয়সওয়াল এবং শ্রী রাজ কুমার জয়সওয়াল।

তারিখ : ০৭.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক WEST BENGAL GRAMIN BANK [A Govt. Enterprise]

বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১
ফোন: (০৩৪২) ২৫৬১০১৬, আমাদের ইমেল করুন- burdwanro.rm@mail.pbgb.co.in -তে

দখল বিজ্ঞপ্তি [রুল-৮(১)] পরিশিষ্ট- ৪ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীন ব্যাঙ্ক, বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নেবর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্ত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণকে আহ্বান জানিয়ে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক, উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর ফেরত দিতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন উক্ত রুলের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সাব সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নিম্নে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক ও তদুপরি সুদ ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীন ব্যাঙ্কের ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা, গ্যারান্টারের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখল বিজ্ঞপ্তি খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী দেবাশীষ ভট্টাচার্য,** পিতা-কালিদাস ভট্টাচার্য, ঠিকানা- গ্রাম - মাহারা ব্রাহ্মনপাড়া, পোঃ-মাহারা, থানাঃ- গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪২৮, পশ্চিমবঙ্গ। **গ্যারান্টার- ১) শ্রী সৃষ্টিধর দাস,** পিতা-শান্তিপদ দাস, গ্রাম- মাহারা ব্রাহ্মনপাড়া, পোঃ-মাহারা, থানাঃ- গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪২৮, পশ্চিমবঙ্গ, **এবং ২) কালিদাস ভট্টাচার্য,** পিতা- মৃত কুরোরাম ভট্টাচার্য, গ্রাম মাহারা ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ-মাহারা, থানাঃ- গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪২৮, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা- আদ্রাহাটি**	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা মাহারা জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৪৭, দাগ/প্লট নং আরএস ২৯৮, এলআর ৩৩৪, পরিমাণ এরিয়া ৩ ডেসিমেল, জমি শ্রেণি - বাস্তু থানা - গলসি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, **সম্পত্তি শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্য** পিতা কালীদাস ভট্টাচার্যর **নামে বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-২৯৪৯-২০১৭ সালের,** এডিএসআর অফিস গলসি। **চৌহদ্দি** - পূর্বে - পুকুর, পশ্চিমে - অংশ প্লট নং ২৯৮, উত্তরে - শশাঙ্ক চৌধুরীর ভবন, দক্ষিণে - অংশ প্লট নং ২৯৮।	ক) ০৩/০৭/২০২৫ খ) ০৭/০৪/২০২৫ গ) ১,৩৫,৬৩২.২৩ টাকা (এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয় শত বত্রিশ টাকা তেইশ পয়সা মাত্র) ২১/০৩/২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (৩০/০৪/২০২৪ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ ও চার্জ।
২.	**ঋণগ্রহীতা- সাবির আলম মণ্ডল,** পিতা- সাদেক আলী মণ্ডল, গ্রাম- ভারিছা, পোঃ- ইরকোনা, থানাঃ-গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪২৮। **গ্যারান্টার- সাদেক আলী মণ্ডল,** পিতা- মোসলিম মণ্ডল, গ্রাম- ভারিছা, পোঃ- ইরকোনা, থানাঃ-গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪২৮, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা- আদ্রাহাটি**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা - ইরকোনা, জেএল নং ৬৮, খতিয়ান নং এলআর ৯৬২, দাগ/প্লট নং এলআর ৪৪৯, পরিমাণ এরিয়া ১০ শতক, জমির শ্রেণি বাস্তু, থানা গলসি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, **সম্পত্তি সাদেক আলি মন্ডল-এর নামে বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৬১৭-১৯৮৭ সালের।** **চৌহদ্দি** - পূর্বে - খালি জমি, পশ্চিমে - খালি জমি, উত্তরে - খালি জমি, দক্ষিণে- সড়ক।	ক) ০৩/০৭/২০২৫ খ) ০৫/১০/২০২৪ গ) ১) ৩,০৬,৫১৫.০০ টাকা (তিন লক্ষ ছয় হাজার পাঁচ শত পনেরো টাকা মাত্র) ৩০/০৪/২০২৪ তারিখ অনুযায়ী (৩০/০৪/২০২৪ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ সহ) এবং ২) ১২,২০৫.০০ টাকা (বারো হাজার দুই শত পাঁচ টাকা মাত্র) ১২/০৬/২০২৪ তারিখ অনুযায়ী (৩১/০৩/২০২৪ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ ও চার্জ।
৩.	**ঋণগ্রহীতা- শ্যামসুন্দর শী,** পিতা- মৃত ধীরেন্দ্রনাথ শী, ভাটছালা, যোগাযোগ মেস লেন, পোঃ-শ্রীপল্লী, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **গ্যারান্টার- শ্রীমতি বিপাশা শী,** স্বামী - শ্যামসুন্দর শী, ভাটছালা, যোগাযোগ মেস লেন, পোঃ-শ্রীপল্লী, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৩। **শাখা- কাঞ্চননগর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির এবং তদস্থিত ভবন মৌজা - কাঞ্চননগর, জেএল নং ২৬, খতিয়ান নং আরএস ৫৭৮, এলআর ২২৩৯, প্লট নং আর এস ৯০৭, এলআর ২০৫৬, পরিমাণ এরিয়া ৩৬০ বর্গফুট, জমির শ্রেণি বাস্তু, থানা বর্ধমান সদর। জেলা - পূর্ব বর্ধমান **সম্পত্তি শ্রী শ্যামসুন্দর শী,** পিতা প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ শী-**এর নামে। বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৫৪২৭-২০১৬ সালের** এডিএসআর বর্ধমান তারিখ ১৫.০৭.২০১৬। **চৌহদ্দি** - পূর্বে - উত্তম দত্তর সম্পত্তি, পশ্চিমে - কার্তিক কুন্ডুর সম্পত্তি, উত্তরে- ২৬ ফুট অনামী পুরসভার কংক্রিট সড়ক, দক্ষিণে - তপন নস্করের সম্পত্তি।	ক) ০৩/০৭/২০২৫ খ) ০৭/০৪/২০২৫ গ) ৩,৯৭,৭৫২.৮১ টাকা (তিন লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাত শত বাহান্ন টাকা একাশি পয়সা মাত্র) ২৯/০৩/২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (৩১/০৮/২০২৪ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ ও চার্জ।
৪.	**ঋণগ্রহীতা- জনাব মুজাফ্ফর মল্লিক,** পিতা- সিরাজুল হক মল্লিক, গ্রাম- রায়পুর, পো.- রামগোপালপুর, জেলা.- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **গ্যারান্টার- সিরাজুল হক মল্লিক,** পিতা.- কাসেদ মল্লিক, গ্রাম.- রায়পুর, পো.- রামগোপালপুর, জেলা.- বীরভূম, পিন- ৭১৩৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা- রামগোপালপুর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা - ধর্মপুর, জেএল নং ২৪, এলআর খতিয়ান নং ১১৭০, দাগ/প্লট নং ১৫২৮, পরিমাণ এরিয়া ২ শতক জমির শ্রেণি বাস্তু, থানা গলসি, জেলা পূর্ব বর্ধমান, **সম্পত্তি সিরাজুল হক মল্লিক-এর নামে। বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৮৭-১৯৮০সালের।** **চৌহদ্দি** - পূর্বে - ছন্দক মল্লিকের সম্পত্তি, পশ্চিমে - আকবর উদ্দিন মল্লিকের সম্পত্তি উত্তরে - এনএইচ মল্লিকের সম্পত্তি দক্ষিণে - গ্রামীণ সড়ক।	ক) ০৩/০৭/২০২৫ খ) ০৫/১০/২০২৪ গ) (১) ৯,৭১,২৭৮.০০ টাকা (নয় লক্ষ একাত্তর হাজার দুই শত আটাত্তর টাকা মাত্র) ১০/০৬/২০২৪ তারিখ অনুযায়ী (৩১/০১/২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং (২) ৪,৩২১.০০ টাকা (চার হাজার তিনশত একুশ টাকা মাত্র) ১০/০৬/২০২৪ তারিখ অনুযায়ী (৩১/০১/২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ ও চার্জ।
৫.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রীমতি ইন্দিরা মুখার্জি,** স্বামী- দীপঙ্কর মুখার্জি, গ্রাম ও পোঃ - ইরাল, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ এবং **শ্রী পৃথ্বীরাজ মুখার্জী (সহ-ঋণগ্রহীতা),** পিতা- দীপঙ্কর মুখার্জী, গ্রাম ও পোঃ - ইরাল, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ। **গ্যারান্টার- শ্রী দীপঙ্কর মুখার্জী,** পিতা-ভদ্রেশ্বর মুখার্জী, গ্রাম ও পোঃ - ইরাল, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা- অভীরামপুর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা - এরাল জেএল নং ১৩০, এলআর প্লট নং ২৯৪৪/৬৩৯৯ এলআর খতিয়ান নং ১২৩/১, জমির এরিয়া ৫ শতক, জমির শ্রেণি বাস্তু, এডিএসআর অফিস গুসকরা অধীন থানা আউস গ্রাম, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সম্পত্তি ইন্দিরা মুখার্জি, স্বামী দীপঙ্কর মুখার্জির নামে। বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-২৫৭৩-১৯৯০ সালের তারিখ ১৫.০৪.১৯৯৬।	ক) ০৩/০৭/২০২৫ খ) ০৭/০৪/২০২৫ গ) ৩,৪০,৮৩৩.৯৮ টাকা (তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার আট শত তেত্রিশ টাকা আটানব্বই পয়সা মাত্র) ২৫/০২/২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (৩১/০১/২০২৫ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ ও চার্জ।

তারিখ: ০৩.০৭.২০২৫
স্থান: বর্ধমান
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার,
ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, জেনারেল অপারেশনস ডিপার্টমেন্ট
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধাননগর - ৭১৩২১২
যোগাযোগ নং ৭৬৭৭৫৯৮০৪৭ ইমেল : Bardhaman.GOD@bankofindia.co.in

সাধারণ নোটিশ

প্রিয় বিওআই গ্রাহকগণ,
গেজেট নোটিফিকেশন (ভারত সরকার) এস ও ১০৭৪(ই) (এফ নং পি-১২০১১/১২/২০২২-ইএস সেল-ডিওআর) ইস্যুকৃত ৭ মার্চ ২০২৩ অনুযায়ী সকল নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন (এনপিও) গ্রাহকগণ অবশ্যই তাদের ডিআরপ্যান পোর্টাল রেজিস্ট্রেশন বিস্তারিত (অর্থাৎ ডিআরপ্যান আইডি) তাদের নিকটস্থ/স্থানীয় শাখায় অবিলম্বে দাখিল করতে হবে। যে সকল এনপিও এখনও পর্যন্ত তাদের সংস্থার নথিভুক্ত করেননি ডিআরপ্যান পোর্টালে, অনুগ্রহ করে অবিলম্বে **https://ngodarpan.gov.in/#/login.** নথিভুক্ত করুন। নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশিকা অমান্য করলে ব্যাঙ্কির পরিষেবা বন্ধ হতে পারে। আপনাদের অ্যাকাউন্ট এনপিও ক্যাটাগরি অধীন না হলে অনুগ্রহ করে লিখিতভাবে তা নির্ধারণ করুন স্থানীয়/নিকটস্থ শাখায়।

জোনাল ম্যানেজার
বিওআই বর্ধমান জোন

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

কাশিমবাজার শাখা
৪৬/৬, বাবুল বোনা রোড, পো-বহরমপুর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৯.০৪.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা - হুসেন এন্টারপ্রাইজ,স্বত্বাধিকারী -ফিরোজা বেগম,**স্বামী প্রয়াত ইসরাইল হুসেন বিশ্বাস, জলঙ্গী রোড, কদবেলতলা, বোয়ালিয়াডাঙ্গা,মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০২, ফিরোজা বেগম, স্বামী প্রয়াত ইসরাইল হোসেন বিশ্বাস (স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা) , জলঙ্গী রোড, কদবেলতলা, বোয়ালিয়াডাঙ্গা,মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০২, নিফা হোসেন, পিতা প্রয়াত ইসরাইল হোসেন **(জামিনদাতা)**, জলঙ্গী রোড, কদবেলতলা, বোয়ালিয়াডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০২, আমাদের **কাশীমবাজার শাখায়** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২০,৬৯,৯০৮.০০** (কুড়ি লাখ উনসত্তর হাজার নয়শো আট টাকা) টাকা এই নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কাশিমবাজার শাখার** নিকট বকেয়া **২০,৬৯,৯০৮.০০ টাকা** (কুড়ি লাখ উনসত্তর হাজার নশো আট টাকা) এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন ফিরোজা বেগম স্বামী প্রয়াত ইসরাইল হুসেন বিশ্বাস এর নামে, কদবেলতলা, বয়ালিয়াডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০২, মোট এরিয়া পরিমাণ ৩.০০ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : শিবডাঙ্গা বাদারপুর,জেএল নং ৭৯, প্লট নং (আরএস এবং এলআর) -৩৩৫, খতিয়ান নং এলআর -২৯১২, শ্রেণি -ভিটা, এরিয়া ৩.০০ ডেসিমেল উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৪৪৯৬/২০০০ তারিখ ১২.০৬.২০০০ এবং চৌহদ্দি : উত্তরে : ফিরোজ আলমের সম্পত্তি; দক্ষিণে : তৈমুর শেখ এর খালি জমি; পূর্বে : শ' মিল; পশ্চিমে : রাস্তা।

তারিখ : ০৩.০৭.২০২৫
স্থান : কাশিমবাজার
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

দখল নোটিশ, পরিশিষ্ট ৪, রুল ৮(১)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা অফিস জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, ১২তম তল, কলকাতা - ৭০০০৭১ অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ সালের আইন ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৯.০১.২০২৫ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী স্নেহা চন্দ,** স্বামী শ্রী মৃন্ময় চন্দ এবং ঋণগ্রহীতা **শ্রী মৃন্ময় চন্দ** পিতা শ্রী মনোতোষ চন্দ নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৯,৪৭,৬৬১.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার ছশো একষট্টি টাকা) ০৯.০১.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ১০.০১.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৫ জুলাই ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **২৯,৪৭,৬৬১.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার ছশো একষট্টি টাকা) ০৯.০১.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ১০.০১.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির মালিক : শ্রীমতি স্নেহা চন্দা, স্বামী শ্রী মৃন্ময় চন্দ এবং ঋণগ্রহীতা শ্রী মৃন্ময় চন্দ পিতা শ্রী মনোতোষ চন্দ।
স্বত্ব দলিল নং ১-১২৫৪৩/২০২১ এর দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪বি, পঞ্চম তলে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০২০ বর্গফুট, কমবেশি , ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি উক্ত ভবনে নাম আরায়া অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ২৩৮, শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০৬৫স ওয়ার্ড নং ৫, স্থানীয় দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, এএসএসআরও কাশীপুর দমদম , জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এবং জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং স্বার্থ অধিকার সমন্বিত। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত বাস্তু জমিতে পরিমাণ ৪ কাঠা ৮ ছটাক ৪০ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবনে, মৌজা দিগলা, থানা : দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, জেএল নং ১৮, আরএস নং ১৬১, তৌজি নং ১৭৩, খতিয়ান নং ১২২৭, দাগ নং ২২১০, আর এস দাগ নং ২২১০/৩২৪৯, হোল্ডিং নং পুরানো ১৭১, নতুন ২৩৮, শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং ৬, দক্ষিণ দমদম পুরসভার অধীন।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৬-২০২১, পৃষ্ঠা ৫৩০১০৫ থেকে ৫৩০১৩২, দলিল নং ১৫০৬১২৫৪৩ -২০২১ সালের। সম্পত্তি শ্রীমতি স্নেহা চন্দ স্বামী শ্রী মৃন্ময় চন্দ এর নামে এবং শ্রী মৃন্ময় চন্দ পিতা শ্রী মনোতোষ চন্দ এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি :(দলিল নং ১-১২৫৪৩/২০২১ অনুযায়ী) উত্তরে : শঙ্কর কুমার ঘোষ এবং অন্যান্যর প্রেমিসেস ; দক্ষিণে : হীরালাল রায়ের প্রেমিসেস; পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক; পশ্চিমে : সামসের রহিম খানের প্রেমিসেস।

তারিখ - ০৫.০৭.২০২৫, স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

SBI

এসবিআই এইচএলসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, ৯ কে, জি টি রোড
হুগলি-৭১২২৩২, ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c. No. 33096145724 (HBL) এবং 38560918588 (Top up)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, উত্তরপাড়া শাখা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৭.০৩.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী দেবু রানী চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা এবং প্রয়াত রাজীব চ্যাটার্জির আইনি উত্তরাধিকারীগণ) এবং শ্রীমতী অর্পিতা চ্যাটার্জি (প্রয়াত রাজীব চ্যাটার্জির আইনি উত্তরাধিকারীগণ) ফ্ল্যাট নং 'বি', ২য় তল, ব্লক এ, দিশা অ্যাপার্টমেন্ট, ডানকুনি স্টেশন পল্লী, থানা ডানকুনি, জেলা - হুগলি-৭১২৩১১, অন্য ঠিকানা - গ্রাম এবং পো. কাইতি, থানা - মাধাদিহি, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪২৩** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৭,৮০,৮০২.০০ টাকা (সাত লাখ আশি হাজার আটশ দুই টাকা) ১৭.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, উত্তরপাড়া** নিকট বকেয়া **৭,৮০,৮০২.০০ টাকা (সাত লাখ আশি হাজার আটশ দুই টাকা) ১৭.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, ২য়তলে, **দিশা অ্যাপার্টমেন্ট,** ব্লক এক ভবনে, পরিমাণ পরিবর্তিত এরিয়া **৯৮৩** বর্গফুট এবং ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সমপরিমাণ **১১৭৯.৬ বর্গফুট** কমবেশি, মৌজা : মীরগালা, জেএল নং ১০২, তৌজি নং ১৭, আরএস খতিয়ান নং ১০৫৬, ১৯৪২,২০০৮ এবং ১০৬৭, এলআর খতিয়ান নং ৯২৩, কৃ বর্তমানে ৫৩২১, আরএস দাগ নং ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৭৫, ৯৭৬, এলআর দাগ নং ১৫৯০ এবং ২৩৫৩, ওয়ার্ড নং ১৭, ডানকুনি পুরসভা অধীন, অবস্থিত ডানকুনি স্টেশন পল্লি, থানা : ডানকুনি, জেলা : হুগলি- ৭১২৩১১। দলিল নং ০৪১৫৭, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১২, পৃষ্ঠা ১৯৫২ থেকে ১৯৭৪-২০১৩ সালের। এডিএসআরও জনাই, জেলা : হুগলি।
সম্পত্তি প্রয়াত রাজীব চ্যাটার্জি এবং দেবু রানি চক্রবর্তীর নামে।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :
উত্তরে : প্রকল্পের জমির পার ব্লক সি ভবনের, **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং এ, **পূর্বে :** দিশা কমপ্লেক্সের ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** সিঁড়ি, লিফট, চাতাল এবং ফ্ল্যাট নং সি।

তারিখ - ০৭.০৭.২০২৫
স্থান - উত্তরপাড়া, হুগলি
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জমা পড়ল বিমান দুর্ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্ট

আমদাবাদ, ৮ জুলাই: আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার কারণ জানতে এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনার এআই-১৭১ বিমানের ব্ল্যাক বক্সের খোঁজ শুরু হয়েছিল। তা উদ্ধার হওয়ার পর মঙ্গলবার 'এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো' দুর্ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিল কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের মূল্যায়ন এবং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তরে দুর্ঘটনার কারণ সংক্রান্ত প্রাথমিক রিপোর্টটি জমা পড়লেও গোটা বিষয়টি এখনও অস্পষ্ট। 'এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো'র বর্তমান রিপোর্টটি এই সপ্তাহের শেষে প্রকাশ্যে আনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

লেভেল ক্রসিংয়ে স্কুল বাসকে ট্রেনের ধাক্কা, মৃত তিন পড়ুয়া

চেন্নাই, ৮ জুলাই: স্কুলবাস চালকের তাড়াহুড়োর মূল্য নিজেদের জীবন দিয়ে চোকাতে হল তিন পড়ুয়াকে। মঙ্গলবার সকালে তামিলনাড়ুর কাড্ডালোরের কাছে সম্মনকুপ্পমে একটি লেভেল ক্রসিং পেরোচ্ছিল একটি স্কুলবাস। সেই সময়ই রেললাইন ধরে ছুটে আসছিল একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন। নিমেষে স্কুলগাড়িটিকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ৫০ মিটার হিঁচড়ে নিয়ে যায় ট্রেনটি। রেলের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় দুই পড়ুয়ার। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় আরও এক পড়ুয়ার। গুরুতর জখম চালক এবং আরও দুই পড়ুয়া। স্থানীয় সূত্রে খবর, গাড়িটিতে চালক ছাড়াও ছিলেন মোট পাঁচ জন পড়ুয়া।

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, তামিলনাড়ুর বিল্লুপুরম থেকে ময়িলাদুথুরাইয়ের উদ্দেশে যাচ্ছিল প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, গেট বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলেও স্কুলগাড়ির চালক দ্রুত লাইন পেরোনোর চেষ্টা করেন। তার পরেই ঘটে দুর্ঘটনা। রেল পুলিশ ও জেলা পুলিশ আধিকারিকদের শীর্ষ কর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। অনুমান করা হচ্ছে, তাড়হুড়ো করে রেললাইন পেরোতে যাওয়াতেই এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। এদিকে লেভেল ক্রসিংয়ের প্রহরী ঘুমিয়ে পড়াতেই এমন দুর্ঘটনা বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা। এই অবস্থায় রেলের উদাসীনতা নিয়েও সরব হয়েছেন অনেকে। তবে ঘটনার পরই তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়রা। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

কী ভাবে স্কুলগাড়িটি ট্রেন আসার সময়ে রেললাইনে উঠে পড়ল, তা খতিয়ে দেখতে যৌথ ভাবে তদন্ত শুরু করেছেন রেল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পুলিশ। রেলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গাড়ির চালক জোর করে লাইন পেরোনোর চেষ্টা করেন।

কেনিয়ায় সরকারবিরোধী আন্দোলনে গুলিতে মৃত্যু ১১ বিক্ষোভকারীর

নাইরোবি, ৮ জুলাই: ফের সরকারবিরোধী আন্দোলনে জ্বলে উঠেছে আফ্রিকার দেশ কেনিয়া। প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটোর সরকারের প্রতি জনসাধারণের ক্ষোভ থামছেই না। শুধু নাইরোবি নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই বিক্ষোভ দেখাতে পথে নামছেন হাজার হাজার মানুষ। বিক্ষোভ থামাতে পুলিশের গুলিতে ইতিমধ্যেই ১১ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে। সংঘর্ষে জখম হয়েছেন পুলিশকর্মীরাও।

প্রসঙ্গত, গত বছর ২৫ জুন মূল্যবৃদ্ধির জেরে জেরবার দেশবাসীর উপর চাপানো অতিরিক্ত করের বোঝার প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি হয় কেনিয়ায়। রাজধানী নাইরোবি-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে রাস্তায় জমে প্রতিবাদীদের ভিড়। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৬০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছিল। নিখোঁজ ছিল প্রায় ২০ জন। গত মাসেই সরকারবিরোধী আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল আফ্রিকার এই দেশ। তার কয়েক দিনের মাথায় আবার ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কেনিয়ায়।

এবার বিক্ষোভের মূলস্রোত ছিল রাজধানী নাইরোবিতে। বিক্ষোভ প্রতিরোধের পদক্ষেপ হিসাবে রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে যাওয়ার বেশিরভাগ প্রধান রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল পুলিশ। বিক্ষোভকারীরা সেই সব রাস্তা দিয়ে নাইরোবির কেন্দ্রস্থলে পৌঁছোনোর চেষ্টা করেন। তখনই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীদের আটকাতেই খণ্ডযুদ্ধ বাধে পুলিশের সঙ্গে। তাদের আটকাতে জলকামান এবং কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। চালানো হয় গুলিও। তাতেই প্রাণ হারান ১১ জন বিক্ষোভকারী। জখম হয়েছে অনেকে। পুলিশের দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ৫২ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন।

'আল জাজিরা'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৯০ সালে কেনিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল আরাপ মোইয়ের বহু বছরের 'স্বৈরাচারী' শাসনের অবসান ঘটিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি উঠেছিল। সেই আন্দোলনকে স্মরণ করে প্রতি বছর ৭ জুলাই কেনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সোমবার সেই সমাবেশ থেকেই প্রেসিডেন্ট রুটোর পদত্যাগের দাবি ওঠে।

জ্যোতিকে বাছাইয়ে ব্যাখ্যা দিল কেরল সরকার

তিরুঅনন্তপুরম, ৮ জুলাই: পাক গুপ্তচর যোগে ধৃত জ্যোতি মালহোত্রাকে দিয়ে পর্যটনের প্রচার করানোয় বিতর্কে জড়িয়েছে কেরল সরকার। এ বার ওই ঘটনায় নিজেদের অবস্থান জানাল কেরলের পিনারাই বিজয়নের সরকার। কেরল সরকারের দাবি, পর্যটনের প্রচারে জ্যোতিকে বাছাই করার সময় সরকারের কোনও ভূমিকা ছিল না।

ওই বিতর্ক নিয়ে এ বার সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করলেন কেরলের পর্যটনমন্ত্রী মহম্মদ রিয়াজ। মঙ্গলবার তিনি জানান, প্রচারের জন্য কোন সমাজমাধ্যম প্রভাবীকে নেওয়া হবে, তা বাছাইয়ে সরকারের কোনও ভূমিকা ছিল না। মন্ত্রীর বক্তব্য, মনোনীত একটি সংস্থাকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া ছিল। কোন সমাজমাধ্যম প্রভাবীদের আমন্ত্রণ জানানো হবে, তা ওই সংস্থাই স্থির করতো বলে বোঝাতে চান তিনি।

ময়দান

মেডিক্যাল সরঞ্জাম কেন থাকবে না, তারকের চোটে উদ্বেগ ফুটবল মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচে রেলওয়ে এফসির মিডফিল্ডার তারক হেমব্রমের চোট নিয়ে গোটা বাংলার ফুটবল মহলে চর্চা চলছে। ম্যাচের ৩৫ মিনিটে চোট পাওয়া তারকের তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। শুরুতে ডাগআউটেই ছিলেন তিনি। ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ হলে একটি অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা হয় তারককে। সেই অ্যাম্বুল্যান্স লাইফ সাপোর্ট হওয়ার কারণে সেখান থেকে নামিয়ে এনে আবার অন্য একটি অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা হয়। তারকের পায়ে দু'টি ছাতা বেঁধে দেওয়া হয়। যা নিয়ে বাংলার ফুটবল মহলে বেশ নিন্দা হচ্ছে। রেলওয়ে এফসি দলের সঙ্গে ছিলেন না-কোনও চিকিৎসক। ছিলেন কেবল একজন ফিজিও।

সূত্রের খবর, সেই সময় মোহনবাগানের ফিজিও এবং চিকিৎসক তারকের প্রাথমিক চিকিৎসায় এগিয়ে আসে। তৎপরতার সঙ্গে তারকের পায়ে ছাতা বেঁধে দেওয়া হয়। ইঞ্জেকশনও দেওয়া হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সচিব তথা ইউনাইটেড স্পোর্টসের কর্ণধার নবাব ভট্টাচার্যর তৎপরতায় ঢাকুরিয়ার বেসরকারি হাসপাতালে আপাতত চিকিৎসাধীন তারক। এক্স-রেতে দেখা গিয়েছে, চোট বিশেষ গুরুতর নয়। এমআরআই করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত রিপোর্ট আসেনি। তবে প্রশ্ন থেকেই যাবে, কেন ছিল না কোনও ব্রেস? আইএফএ কিংবা রেলওয়ে মেডিক্যাল স্টাফরা কেন তৎপর হলেন না, এত গুরুতর চোট দেখেও। আইএফএ -এর তরফে স্টেডিয়ামে ছিল না কোনও চিকিৎসক। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন কেন চিকিৎসক ছিলেন না। ন্যূনতম মেডিক্যাল সরঞ্জাম রাখাটা জরুরি বলেই মনে করছেন বাংলার ফুটবল মহল। তারকা ফুটবলার প্রবীর দাস একেবারে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন সতর্ক হওয়া উচিত ছিল রেলওয়ে এফসিরও।

প্রবীর দাস বলেন, 'আমার মতে যারা দল করছে তারা যদি মেডিক্যাল ব্যবস্থা না-রাখতে পারে তবে কলকাতা লিগ থেকে দল তুলে নেওয়া উচিত। এক তো বাঙালি খেলোয়াড়দের আলু, পটলের দামে কেনা হচ্ছে। সেই সব টাকা বাঁচিয়ে কর্মকর্তারা নিজেদের পকেটে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। সেই টাকা দিয়ে যদি ন্যূনতম মেডিক্যাল জিনিসপত্র রাখা হয় তা হলেই ভালো। চোট তো যখন তখন লাগতে পারে। বৃষ্টি না হলে ছাতা যদি না-থাকত, তা হলে কী কাঠ বেঁধে দিত? তারক তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক, সেটাই চাইব।' সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ফুটবলার প্রীতম কোটালও। তিনি লেখেন, 'আমরা বারবার কিছু ঘটনা ঘটার পর তৎপর হতে শুরু করি কিন্তু ঘটনা ঘটার আগে পর্যন্ত আমরা সকলে নিরুত্তাপ কেন! কেন আগে থেকে উপযুক্ত পরিকাঠামো করা হয় না, কেন প্রতিটা ম্যাচে ডাক্তার মাঠে উপস্থিত থাকে না। ঠিক তেমনই রেলওয়ের ডাক্তারও টিমের সাথে ছিল না। কেন থাকবে না কেন, সেই গুলো নিয়ে ম্যাচের আগে দেখা হয় না এর উত্তর নেই। আইএফএর এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেই ম্যাচ পরিচালনা করা উচিত।'

ঘটনা নিয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তর যুক্তি, 'হাড় ভাঙার মতো কোনও ঘটনা ঘটলে যা কিছু থাকবে তৎপরতার সঙ্গে পায়ে সাপোর্ট দেওয়ারই নিয়ম প্রচলিত রয়েছে ময়দানে। সেটা যা কিছু হতে পারে, কাঠ, রড যা কিছু। ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক, তারকের মতো একজন প্রতিভাবান ফুটবলারের চোট। আমাদের পক্ষ থেকে যা যা করা দরকার করব এবং ওর পাশে থাকব।'

তারক হেমব্রমকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। এমআরআই রিপোর্ট অনুযায়ী ওর লিগামেন্ট স্ট্রেচ হয়েছে। আপাতত ওকে অন্তত ৩০ থেকে ৪৫ দিন ভাল করে রিহ্যাব করতে হবে। আশা করা যায় তারক শীঘ্রই মাঠে ফিরবে।

ইস্টবেঙ্গলই আমাকে ভরসা করে, কৃতজ্ঞ কমল বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের মতো ঐতিহ্যশালী ক্লাবরা বাঙালিদের সুযোগ দেয় না! অনেক সময় এমনই প্রশ্ন ওঠে। তবে এমনটা মানতে নারাজ এক বাঙালি কোচ, তিনি ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব-১৫ দলে গোলকিপার কোচ কমল বিশ্বাস। এছাড়াও, তিনি দলের সহকারী কোচ হিসেবেও কাজ করছেন।* ২০২৪-২৫ মরশুমে ড. বিসি রায় জুনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ী বাংলা দলের গোলকিপার কোচ ছিলেন তিনি। সদ্য পাশ করে গোলকিপিং কোচিংয়ের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত এই কোচ কৃতজ্ঞ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে। একদিনের সঙ্গে কথোপকথনে জানালেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁকে সুযোগ দিয়েছে। তিনি লাল-হলুদ কর্তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

লাইসেন্সিংয়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে কমল বিশ্বাস বলেন, 'গোলকিপার কোচ হিসেবে অভিজ্ঞতা অনেক দিনের। ইউনাইটেড স্পোর্টস, সুরুচি সংঘের মতো ক্লাবের দায়িত্বে ছিলেন। তবে লাইসেন্স ছাড়া আজকাল কিছুই হয় না। তাই লেভেল-১ লাইসেন্সিংটা করে রাখা।' ভারতীয় ফুটবলে এখন বিদেশি কোচের আধিক্য। আইএসএল কিংবা আইলিগ, ভারতীয় কোচরা সুযোগ খুব কম পান। এই বিষয়ে কমল বিশ্বাস বলেন, 'দেখুন, বাকিদের কথা বলতে পারব না। তবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আমাকে অনেক ভরসা করে।' তাঁর হাতে রয়েছে বাংলার আর এক প্রধান মোহনবাগান ক্লাবের অফারও।

সিএবিতে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ভাই সৌরভকে কেক খাইয়ে দিচ্ছেন দাদা তথা সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

১৫৬৪ বিদ্যালয় নিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় কাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে উদ্বোধন হল রাজ্য পর্যায়ের সুব্রত মুখোপাধ্যায় কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা অধ্যাপক ব্রাত্য বসু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগানের সহ-সভাপতি কুণাল ঘোষ, প্রাক্তন ফুটবলার তথা বিধায়ক বিদেশ বোস এবং প্রাক্তন ফুটবলার শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, মেহতাব হোসেন প্রমুখরা। এই বছরের সুব্রত মুখার্জি কাপে বিদ্যালয় ও খেলোয়াড়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৬টি জেলা থেকে বিদ্যালয়গুলি অংশগ্রহণ করে এই টুর্নামেন্টে। আগামী ১০ জুন থেকে শুরু হবে খেলা। অনূর্ধ্ব -১৫ বালক এবং অনূর্ধ্ব ১৭ বালক ও বালিকা নিয়ে মোট ১৫৬৪ টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করবে। রয়েছে ৪০৪৬৪ জন খেলোয়াড়। গতবছরের তুলনায় ৪০৬ টির বেশি বিদ্যালয় যোগ দিয়েছে।

অনূর্ধ্ব ১৫ বালক বিভাগে আটটি দল, অনূর্ধ্ব ১৭ বালক ও বালিকা বিভাগে আটটি করে দল খেলবে। এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধিত্ব করবে।

e-Tender Notice
E-Tender is being invited for the Civil Works, detail of which is available on : **http://wbtenders.gov.in. NIeT No 05/R-II GP/2025-26 &.** Bid submission date is **08-07-2025 (18.00 hours) up to 15-07-2025 (18.00 hours)**. Technical Bid Opening– **18/07/2025, at 11.00 hours. GP-** Radharghat-II, Block-Berhamore Dev. Block, Dist- Murshidabad.
Sd/- Prodhan
Radharghat-II GP

E-TENDER NOTICE
E-tender invited vide **NIT No. 04/SGP/15CFC/2025-26** by the Prodhan, **Sagarpara Gram Panchayat,** Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **15/07/2025 up to 3:00 pm.** Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.
Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 06/EO/2025-26
E-Tenders are invited for 3 nos Civil & Electric works. Bid Submission start-**9th July, 2025**, Ends- **16th July, 2025** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Merigunj-II Gram Panchayat
Purba Tentulbeira, Kailashnagar, kultali, 24 PGS (S)
e-Tender Notice
e-Tender is invited through e-Procurement System from the bonafied and resourceful contractors for execution of different development works under **15th FC (Untied) Fund** vide **NIT No- 07/MERI-II/KUL/2025, Date- 08/07/2025.** Bid Submission Closing Date (Online): **18.07.2025 up to 05:00 PM.** Technical Proposal Opening Date: **18.07.2025 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Merigunj-II Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, খড়গপুরের ডেপুটি সিএসটিই/প্রজেক্ট-।।/কেজিপি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নীচে উল্লিখিত কাজের জন্য খোলা ই-টেন্ডার আহ্বান করছে : **ই-টেন্ডার নোটিশ নং : এসটি-পিআরওজে-২-সিকেপি-৬ এলসি গেট; কাজের নাম এবং অবস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** চক্রধরপুর ডিভিশনে ২০ হাজারের বেশি এবং ৫০ হাজারের কম টিভিইউ সহ নন-ইন্টারলকড ইএনজিজি এলসি গেট নং জিকে-৪, এইচবি-৫৮, আরবিকে-৪ এবং আরবিকে-৭ এবং ৫০ হাজারের বেশি টিভিইউ সহ আরবিকে-১১, টিবি-১৩-এর ইন্টারলকিং; **কাজের আনুমানিক খরচ: ₹ ৭,৮৬,৬০,২১০.৬২; বায়না মূল্য :** ₹ ৫,৪৩,৩০০.০০; **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় :** ০৫.০৮.২০২৫, ১৫:০০ টা; **টেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে:** **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে।
(PR-367)

e-Notice Tender Inviting
e-N.I.T. No.:-7 & 8 of 2025-26 (Memo No.-2395 & 2494 / Deb-BDO, Dated-26.06.2025 & 07.07.2025)
Last Date & Time of submission tender documents: 10.07.2025 & 19.07.2025 upto 17:00 hrs. Details may be had from the office in official date & time & www.wbtenders. gov.in
Sd/-
Block Dev. Officer/Executive Officer
Debra Dev. Block/Debra Panchayat Samiti

NIT No. SFDC/MD/NIT-05 (e)/2025-26
SFDC Ltd. Invites bid for 2 (two) nos. work "Repair and Renovation work at Meen Bhavan, at Purba Bardhaman and Jalpaiguri (Civil and Electrical)" , of total amounting to Rs.48,40,289.00 & Rs.34,94,820.00 respectively. Last date of (online) bid submission on **28/07/2025 upto 3.00 p.m.** and date of opening technical bid on **30/07/2025 at 3.00 p.m.** respectively. For details, please visit our **website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 32/PW/Eng/25 Dt. 10-06-25
N.I.E. ET. No. 33/PW/Eng/25 Dt. 10-06-25
Bid Submission period: 17.07.25 instead of 07.07.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 29/PW/Eng/25 Dt. 10-06-25
N.I.E. ET. No. 31/PW/Eng/25 Dt. 10-06-25
Bid Submission period: 17.07.25 instead of 07.07.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
সংশোধনী
আমাদের ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন ০৭.০৭.২০২৫ সংস্করণে, ঋণগ্রহীতার নাম শ্রীমতি করবী চৌধুরী, নিলামের তারিখ ০৭.০৮.২০২৫ , রেজিস্ট্রেশন নং পড়তে হবে **"WB18Q6420"** - 'WB18Q640' এর পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

BONGAON MUNICIPALITY
1. Construction of C.C. Road.
Tender reference- WBMAD/NIeT/42/BM/2025-26/PWD
Date: 05.07.2025
Tender ID: 2025_MAD_875615_1, 2025_MAD_875615_2, 2025_MAD_875615_3, 2025_MAD_875615_4,2025_MAD_875615_5, 2025_MAD_875615_6, 2025_MAD_875615_7
Bid Submission Start date- **08.07.2025 at 17.00.** 1. Prebid meeting date-**11.07.2025 at 14.00.** 2. End date-**16.07.2025 at 17.00.** 3. Bid opening date- **19.07.2025 at 14.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

OFFICE OF THE COUNCILLORS BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata-700144
E-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Vendor/Contractor for Construction of Concrete Road & Underground DWC Pipe Drain (32 Nos) at different wards under Baruipur Municipality for FY-2024-25 (PMAY Infra.) vide **e-NIT - WBMAD/ULB/BM/NIT-08(e)/2025-26,** Last date: **23.07.2025 up to 9 AM.** Details information may be obtained during office hours 11 AM - 5 PM. Website: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Executive Officer,**
Baruipur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – ই-টেন্ডার
সংশোধনী
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: **পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/২৪ তারিখ: ০১/০৭/২০২৫ এবং ক্রম নং ১২**-এর সংশোধনী। প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার/জিআরসি দ্বারা উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং-এ পূর্বে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপ দেওয়া হলো: টেন্ডার নং **৫২২৫৩০০১এ**-এর জন্য টেন্ডার খোলার তারিখটি ০৪/০৮/২০২৫ -এর পরিবর্তে **০৮/০৮/২০২৫** হিসেবে পড়ুন। অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত রয়েছে। সংশোধনী সহ ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিবরণ **www.ireps.gov.in** এ পাওয়া যাবে।
(PR-366/C)

BANDIPUR GRAM PANCHAYAT
(Under Barrackpore-II Block)
E-TENDER NOTICE
The Prodhan,Bandipur Gram Panchayat invites e-Tender through e-procurement system from the bonafied and resourceful contractors & outsiders for-
NIT No.: BGP/319/2025, Dated: 08.07.2025 (sl no 1,2,3)
NIT No.: BGP/320/2025, Dated: 08.07.2025 (sl no 1,2,3,4)
NIT No.: BGP/321/2025, Dated: 08.07.2025 (sl no 1,2,3)
For details may be seen in website: **https://wbtenders.gov.in** and contact at the office of the undersigned, Email id: **bandipur.gp@gmail.com.**
Sd/- **Prodhan**
Bandipur Gram Panchayat
Barrackpore-II
North 24 Parganas

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিপিএম-জিএস-ইএনজি-এসডিএএইচ-০৫-২৫-২৬ (সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন টেন্ডার), তারিখঃ ০৭.০৭.২০২৫। ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার, গতিশক্তি ইউনিট/ ইঞ্জিনিয়ারিং, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ডিআরএম ভবন, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং- এর জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ''শিয়ালদহ ডিভিশন-পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানে লেভেল ক্রসিংয়ের পরিবর্তে আরওবি নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ভূ-প্রকৃতিগত জরিপ এবং ভূ-প্রযুক্তিগত তদন্ত কাজ সহ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন পরামর্শমূলক কাজ (মোট ৪০টি লেভেল ক্রসিং)''। **আনুমানিক মূল্য (টাকা) ঃ** ₹ ৩,৭৯,২৬,৬৪৪.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৩,৩৯,৬০০.০০; **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৬ মাস; **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৭.২০২৫, দুপুর ৩টায় । টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং যদি কোনও ম্যানুয়াল অফার প্রাপ্ত হয় তবে তা গৃহীত হবেনা এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। SDAH-112/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Kanachi Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill-Kharasinpur, P.O.- Katigram, P.S.-Mallarpur, Dist.- Birbhum, Pin-731216
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.-WB/ BIR/ MAY1/ KAN/39/2025-26 dated 03/07/2025** bid submission date is **05/07/2025 from 5:00 PM** onwards to Last date **19/07/2025 till 5.00 PM.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in**.
S/D, Prodhan
Kanachi Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- 26 of 2025-2026 Sl. No. 1, 2, 5 Dated 19.06.2025
Last date of Submission the above mention tender has been extended on 15.07.2025 at 17:00 hrs. and will be opened on 18.07.2025 at 14:30 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.
Sd/-
E.E.(Civil), ADDA, Asansol

SBI
আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান
৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান - ৭১৩১০১ (পব)
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১ ইমেল : sbi.10264@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

এতদ্বারা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার প্রতি এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুমন্ত মন্ডল (স্বত্বাধিকারী),** পিতা শ্রী সুকুমার মন্ডল, **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং বি/৭, ২য়তল, ছায়াবাণী কমপ্লেক্স, ব্লক নং বি, শৈলেশ ব্যানার্জি রোড নং ২ শাঁখারিপুকুর, বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০৩ এবং ৬ নুরীপাড়া লেন, রাধানগর, বর্ধমান (এম), বর্ধমান ৭১৩১০১।	ফ্ল্যাট নং বি/৭, ২য়তল, ছায়াবাণী কমপ্লেক্স, ব্লক নং বি, শৈলেশ ব্যানার্জি রোড ২, শাঁখারিপুকুর , জেএল নং ৩৮, আরএস খতিয়ান নং ১৩৬, আরএস প্লট নং, ১১৫, ১১৬, এলআর খতিয়ান নং ৩০৯৩, এলআর প্লট নং ২৭৯, ২৮০, হোল্ডিং নং ১৪৬, ওয়ার্ড নং ১৫, বর্ধমান পুরসভা অধীন, পো : শ্রীপল্লি, থানা : বর্ধমান, পিন ৭১৩১০৩, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৬৩৮ বর্গফুট। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সদরঘাট রোড; দক্ষিণে : পুরসভা সড়ক; পূর্বে : পুরসভা সড়ক, পশ্চিমে : আরএস প্লট নং ১১২ এবং ১১৪।	১) ২১.০৪.২০২৫ ২) ০৫.০৭.২০২৫ ৩) ১৪,৫২,৪৪৪.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ বাহান্ন হাজার চারশ চুয়াল্লিশ টাকা) টাকা ২১.০৪.২০২৫ অনাদায়ী সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এই নোটিশ না পেয়ে থাকলে, এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে মান্য করতে হবে।
তারিখ - ০৫.০৭.২০২৫
স্থান - বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

ঘুরে ট্যুরে

ঐতিহাসিক সেলুলার জেল

ড. জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এবং দেশে যে সমস্ত বড় বড় আর্থিক কেলেংকারী খবরে এসেছে বা এখনো আসছে, তা দেখে অনেকেই মন্তব্য করে থাকেন, এর চেয়ে ব্রিটিশ শাসনই ভালো ছিলো ।
স্বাধীনতার পর বহু ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসাদার তাদের দুর্নীতির টাকা বিদেশে সুইস ব্যাঙ্কে জমা করে চলেছে একথা ঠিক। বৃটিশরাও আমাদের দেশের সম্পদ লুঠ করে নিয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও সাধারণ মানুষের ধারণা ব্রিটিশরা থাকলে এতো দুর্নীতি হতো না । এই মন্তব্যগুলি ভিত্তিহীন । কারণ সেই সময় ব্রিটিশরা যেভাবে দমন-পীড়ন এবং ভারতীয়দের উপর অত্যাচার করেছে , তা জানতে পারলে এই মন্তব্য তাদের মুখে আসতো না।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর ব্রিটিশরা যে নৃশংস অত্যাচার করেছে , তার জ্বলন্ত প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আন্দামানের ‘সেলুলার’ জেল। আজকের ভ্রমণ কাহিনি সেলুলার জেল নিয়ে।

গত ফেব্রুয়ারিতে* সাতদিনের ভ্রমণে বহু আকাঙ্খিত ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজরিত আন্দামানের সেলুলার জেল ঘুরে এলাম। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু বিপ্লবীর খুনে রাঙা এই সেলুলার জেল। বাজেটটা একটু বেশী বটে , কিন্তু এক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর অত্যাচারের এক ঐতিহাসিক স্থানকে চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বহু বিপ্লবীদের ইংরেজ সরকার কালা পানি পার করে আন্দামান দ্বীপে তৈরী সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দিত। সেলুলার জেল ১৯০৬ সালে ভারতীয় বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে তৈরী করেছিলো। বিশেষ ভাবে তৈরী এই সাতটি তিনতলা বিল্ডিং, কেন্দ্রস্থলে ছিলো একটি সুউচ্চ টাওয়ার। টাওয়ারের মাথায় একজন প্রহরী পুরো সাতটি কয়েদখানার কয়েদিদের নজর রাখতে পারতো। সাতটি জেল বিল্ডিং এর সাথে একটি টেম্পোরারি সিরি দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিলো। রাতে সেই সিরি সরিয়ে রাখা হতো। ফলে জেলের সাতটি ব্লগের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। একটি রেপ্লিকার মাধ্যমে পুরনো সেলুলার জেলকে তুলে ধরা হয়েছে।

এই জেলে বিপ্লবীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হতো। সেই পাশবিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেলুলার জেলের ভিতরে লাইট এবং সাউন্ডের মাধ্যমে। লাইট এন্ড সাউন্ডের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর নিদারুণ অত্যাচারের গঠনা দেখতে দেখতে অনেকেরই চোখে জল চলে আসে।

স্বাধীনতার পর সেলুলার জেলকে ভারত সরকার মিউজিয়াম তৈরী করেছে। সেখানে সেলুলার জেলে যে-সব বিপ্লবীদের ব্রিটিশ সরকার আন্দামানে দ্বীপান্তরে পাঠাতো, সেই সব বিপ্লবীদের ছবি রাখা হয়েছে এই মিউজিয়ামে। রয়েছে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে যেখানে বিপ্লবীদের ফাঁসি দেওয়া হতো সেই ফাঁসি ঘর।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় জাপানের বোমারু বিমান ৪ টি বিল্ডিং গুড়িয়ে দিয়েছিলো। তাই এখন সেখানে তিনটি বিল্ডিং অবশিষ্ট রয়েছে। সেলুলার জেলে কয়েদিদের থাকার জন্য ৬৯৬ টি ছোটো ছোটো ক্ষুসেল’ বা ক্ষুকুঠুরিক্ষু ছিলো। সেই ক্ষুসেলক্ষু* গুলির ভিতরে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অত্যন্ত ছোটো

পরিসরে রাখা হতো আমাদের দেশের বিপ্লবীদের। ছিলো ছোট্ট একটি জানালা। তাদের আত্মত্যাগই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রায়ই আন্দামানের সেলুলার জেলে নির্বাসনে পাঠানো হতো। তাদের অধিকাংশই ছিলো বাঙ্গালী বিপ্লবী (৩৯৮ জন)। এরপরেই যার স্থান সে হলো পাঞ্জাব (৯৫ জন) । এছাড়াও অন্যান্য রাজ্যের বিপ্লবীদেরও ব্রিটিশ সরকার আন্দামানের সেলুলার জেলে নির্বাসনে পাঠাতো। তাদের প্রত্যেকের নাম মিউজিয়ামের দেওয়ালে লিখে তাদের চুর স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে।

বর্তমানে সেলুলার জেল আন্দামানের এক জনপ্রিয় পর্যটন স্থান। জেলের বাইরেটা সন্ধ্যা বেলায় মন মাতানো রঙ্গীন আলোতে সেজে ওঠে । যে জেলখানার ছাদে একসময় ব্রিটিশ পতাকা উড়তো, সেখানে এখন প্রতিদিন* ভারতের জাতীয় পতাকা পতপত করে উড়ছে। ঐদিন সন্ধ্যা বেলায় জাতীয় পতাকা নামানোর সাক্ষী রইলাম আমরা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আর এক নতুন অধ্যায় তৈরী করেছিলেন নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু। জাপান আন্দামান দখল করলে সেখানে তিনি প্রথম স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন পোর্ট ব্লেয়ারের জিমখানা মাঠে। এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর জেনারেল এ ডি লোগানাথানকে আন্দামানের গর্ভনর নিযুক্ত করেছিলেন।

তাই আন্দামান নিকোবর দ্বিপপুঞ্জ ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যে সেলুলার জেলে ভারতীয় বিপ্লবীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হতো, সেই জেলকে ভারত সরকার মিউজিয়ামে পরিবর্তন করে, জাতীয় স্মারক ঘোষণা করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে যারা সেলুলার জেলে কাটিয়েছেন, তাদের ছবি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ব্রিটিশরা যেসব বিপ্লবীদের ফাঁসি দিয়েছে, রয়েছে সেই ফাঁসি ঘরটিও। এরকম বহু স্মৃতি বিজরিত আন্দামান ভ্রমণ জীবনের একটি অন্য রকম মাত্রা এনে দেয়।

কীভাবে যাবেন

একসময় জাহাজ ছিলো যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। এখন সাধারণত সকলেই বিমানে যাতায়াত করে থাকেন। বিমান ভাড়া জন প্রতি আসা যাওয়ায় ১৭০০০/- টাকা (জ্মদ্মন্দ্রঅ.)। টিকিট কোন সময় এবং কতদিন আগে কাটা হয়, তার উপর দাম নির্ভর করে।

প্যাকেজ

আন্দামান ভ্রমণে প্যাকেজ ট্যুরই সুবিধা জনক। ছয় রাত সাত দিনের প্যাকেজ ২১০০০/- টাকা। ভালো হোটেল, খাওয়া দাওয়া। এমনিতে ভালো মানের হোটেল ভাড়া ৪০০০/- টাকা থেকে ৫০০০/- টাকার মধ্যে। খাওয়াদাওয়া সহ। খাওয়াদাওয়া একেবারেই বাঙালীয়ানা। অধিকাংশ পর্যটক বাঙালী, এখানকার সাধারণ লোকের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাও বেশী।

এই গ্রীষ্মে দুবাইয়ে পরিবারের সঙ্গে উপভোগ করার জন্য পাঁচটি রোমাঞ্চকর নতুন অভিজ্ঞতা

দুবাই এমন একটি শহর যেখানে পরিবারের প্রতিটি সদস্য খুঁজে পান তাদের নিজস্ব আনন্দের মুহূর্ত। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার শহর দুবাই, এখানকার গ্রীষ্ম কেবল সূর্যের আলো নিয়ে আসে না বরং সমস্ত বয়সের জন্য সাজানো নতুন আকর্ষণের একটি ভাণ্ডার নিয়ে আসে। এই গ্রীষ্মে, শহরের নতুন নতুন আয়োজন ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি ও আপনার পরিবার উপভোগ করতে পারেন এক স্মরণীয় ছুটি। নিচে তুলে ধরা হলো ৫টি চমৎকার অভিজ্ঞতা যা আপনার পারিবারিক ভ্রমণসূচি তে অবশ্যই যুক্ত করা উচিত

প্যাক-মান লাইভ অভিজ্ঞতায় বেঁচে উঠুক গেমিং রোমাঞ্চ

প্যাক-মান লাইভ অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করুন একটি আলোঝলমলে গোলকধাঁধায় এবং নিজেকে রূপান্তর করুন সেই কিংবদন্তি হলুদ চরিত্রে। এই রেট্রো-স্টাইল বাস্তব অভিজ্ঞতায় পরিবারগুলি প্রতিযোগিতা করতে পারে একটি লাইফ-সাইজ গেমে, যেখানে থাকবে ওয়্যারেবল প্রযুক্তি যা আপনার মুভমেন্ট ও স্কোর ট্র্যাক করবে। থ্রিল ও নস্টালজিয়ার এক অনন্য মিশ্রণ , যেখানে থাকবে ইমারসিভ প্রজেকশন, পাওয়ার পেলেট ও ক্ষুভূতক্ষু চ্যালেঞ্জ। গেম শেষে, এক থিমযুক্ত ক্যাফেতে বিশ্রাম নিন বা নিয়ন-আলোয় সজ্জিত জোনে সেলফি তুলুন। পারিবারিক ফিটনেস ও মজার এক দুর্দান্ত সমন্বয়।

রিবাম্বেলে খাবার খান, বিশ্রাম নিন এবং আনন্দ করুন

খাওয়া ও খেলার অনবদ্য সমন্বয় রিবাম্বেলে হলো একটি কল্পনাপ্রবণ পারিবারিক গন্তব্য। এখানে বাচ্চারা শিখতে পারে, অন্বেষণ করতে পারে ও মুক্তভাবে খেলতে পারে। দুই তলায় বিস্তৃত এই স্পটে রয়েছে ছোট গাড়ির গ্যারেজ, বল পিট, ড্রেস-আপ জোন এবং আরও অনেক কিছু। ওপরতলায় রয়েছে সৃজনশীল ওয়ার্কশপ যেখানে শেখানো হয় কুকি বেকিং, মিল্কশেক তৈরি এবং ডিআইওয়াই বাথ বম্ব বানানো। বাচ্চারা মেতে উঠলে, অভিভাবকরা পানরামিক ওয়াটারফ্রন্ট ভিউসহ ক্যাফেতে উপভোগ করতে পারেন স্বাস্থ্যকর খাবার। সব বয়সীদের জন্য এক আদর্শ গ্রীষ্মকালীন গন্তব্য।

দুবাই গ্রীষ্ম বিপণনে চমৎকার অফার ও আনন্দের ভাণ্ডার

দুবাই গ্রীষ্ম বিপণনে চমৎকার (ডিএসএস) উপভোগ করুন , শহরের অন্যতম জনপ্রিয় শপিং ও বিনোদন উৎসব। যেখানে থাকবে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট, শপ-অ্যান্ড-উইন প্রচারণা, পারিবারিক বিনোদন ও সরাসরি পারফরম্যান্স। শহরের বিভিন্ন শপিং মলে পাওয়া যাবে ৯০ পর্যন্ত ছাড়, প্রতিদিনের ডিল এবং হাজারো অভিজ্ঞতায় সাশ্রয়। পরিবারগুলি স্টেকেশন অফার বা জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থানে স্মরণীয় ভ্রমণের পরিকল্পনা করতেও পারেন। ৪,১৩ জুলাই দুবাই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বীট দ হিট ডিএক্সবি লাইভ মিউজিক সিরিজ এবং একশন-প্যাকড উদ্বোধনী সপ্তাহান্ত সহ আরও অনেক চমকপ্রদ আয়োজন আপনাকে অপেক্ষা করছে।

স্থান পুরো দুবাই। তারিখ ২৭ জুন, ৩১ আগস্ট ২০২৫

থিয়েটার অব ডিজিটাল আর্ট-এ দেখুন জীবন্ত শিল্প

থিয়েটার অব ডিজিটাল আর্ট (টোডিএ) শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিন শৈল্পিক জগতের সঙ্গে, এক অত্যাধুনিক, ইন্টার‍্যাকটিভ মাধ্যমে। এখানে মনেট, ভ্যান গগ, সেজান-এর মতো বিখ্যাত শিল্পীদের কাজ উপস্থাপন করা হয় ইন্টার‍্যাকটিভ প্রদর্শনী, ৩৬০ প্রজেকশন, সাউন্ড সিস্টেম ও ভিআর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উপযোগী এই বহু ইন্দ্রিয়প্রবণ যাত্রা শিল্প অনুধাবন করার এক নতুন রূপ।

বু বু ল্যান্ডে জাদুর সন্ধান করুন

দুবাই মলে ২৫,০০০ স্কয়ার ফুট জুড়ে বিস্তৃত বু বু ল্যাণ্ড কেবল একটি খেলার জায়গা নয় , এটি এক বিস্ময়কর জগত। প্রিন্সেস ক্যাসেল, স্পোর্টস এরিনা, রোবট আর্ট ওয়ার্কশপ থেকে শুরু করে স্নো পার্ক, সব কিছুই শিশুদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে। এখানে রয়েছে ছোটদের জন্য সেন্সরি জোন, মায়েদের জন্য রিল্যাক্সিং স্পা, ট্র্যাম্পোলিন এবং শিশুদের জন্য একটি শেফ কিচেনও। সব মিলিয়ে, এটি পরিবারের জন্য এক সর্বোত্তম দিন কাটানোর স্থান , সবই এক আইকনিক ছাদের নিচে।